ইসরাইল গাজার শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে, ক্ষোভ মালালার

সারে-জমিন

নিম্নমানের ইট দিয়ে রাস্তা তৈরির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

রূপসী বাংলা

খাদের মুখে কেজরিওয়াল, মোদির ভাবমূর্তিও ঝুঁকিতে

সম্পাদকীয়

বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের ট্যাপ কল, এক বিন্দুও জল পড়েনি

সাধারণ

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
১৩ জানুয়ারি, ২০২৫
২৮ পৌষ ১৪৩১
১১ রজব ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

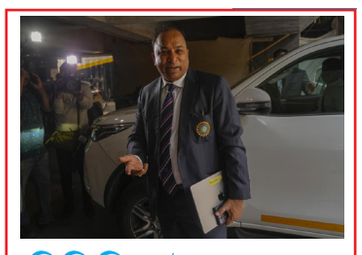

বিসিসিআইয়ের নতুন সচিব হলেন দেবজিৎ সাইকিয়া

খেলতে খেলতে

Vol.: 20 ■ Issue: 13 ■ Daily APONZONE ■ 13 January 2025 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

R.H. ACADEMY

স্বপ্ন সফলের সঠিক ঠিকানা

Estd: 2016

২০২৫-২৬ বর্ষে ছাত্রদের ভর্তি চলছে

ADMISSION OPEN FOR CLASS XI

Coaching Institute of Medical and Engineering

কলকাতা ও বারাসতের সুনামধন্য শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা নিয়মিত ক্লাস করানো হয়।

প্রতি সপ্তাহে বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা ও মক টেস্ট, ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসের ব্যবস্থা

ছাত্রদের পড়াশোনা এবং থাকা খাওয়ার জন্য হস্টেলের সুব্যবস্থা

একাদশ শ্রেণি থেকেই মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোচিং করানো হয়

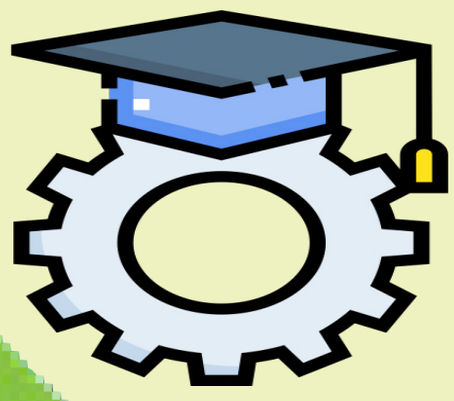

Call us

9073758397

Kazipara, Barasat, North 24 Parganas, Kolkata-700124

প্রথম নজর

বাইকের ধাক্কায় প্রাণ গেল বৃদ্ধার

সাবের আলি ● বড়এঞা

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার বড়এঞা থানার জালিবাগান এলাকায় মটর সাইকেলের ধাক্কায় নিমাই মাল বয়স (৮০) নামে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। আজ রবিবার বিকালে জালিবাগান নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। নিহতর নাম নিমাই মাল। জানা গেছে, রবিবার বিকালে বৃদ্ধা নিমাই মাল বাড়ি থেকে বড়এঞা বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

সেই সময় তিনি বেলগ্রাম বড়এঞা সড়কে দ্রুতগামী একটি মরটসাইকেল তাকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। বৃদ্ধার মরদহে উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত জন্য কান্দি মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। বড়এঞা থানার পুলিশ পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। মরটসাইকেলটি আটক করা হয়েছে।

সাড়ম্বরে শুরু হল গঙ্গাসাগর মেলা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সাগর

আপনজন: শুরু হয়ে গেছে এবছরের গঙ্গাসাগর মেলা। প্রতিবছর দেশ বিদেশের বহু পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে এই মেলায়। বহুদিন আগে থেকেই সব রকমের প্রস্তুতি নিয়েছে প্রশাসন। আর রবিবার মেলায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন দুই পুণ্যার্থী। তাঁদের দু'বার এয়ার লিফট করে নিয়ে যাওয়া হলো কলকাতায়।তাঁদের দুজনকেই এমআরবাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাদের।গঙ্গাসাগর মেলায় রবিবার প্রথমে ঠাকুর দাস নামে বছর সত্তরের এক বৃদ্ধকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তিনি এসেছেন উত্তরপ্রদেশের বড়সনি থেকে। তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে হেলিকপ্টার এম্বুলেন্সে পাঠানো হয় হাওড়া ডুমুরজলা হেলিপ্যাডে।সেখান থেকে ভর্তি করানো হয়েছে কলকাতার এম আর বাঙ্গুরে পরে,এদিন দুপুরে মহারাণী মন্ডল নামে ৮৫ বছরের এক বৃদ্ধাকে হেলিকপ্টারে পাঠানো হয় হাওড়ায়। ক্যানিং-এর উওর তালদিঘির বাসিন্দা মহারানীকে হেলিকপ্টার থেকে নামিয়ে দ্রুত এমআরবাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। ঠান্ডা ও উচ্চ রক্তচাপের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে জানা গিয়েছে।

নিম্নমানের ইট দিয়ে রাস্তা তৈরির প্রতিবাদে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ দেখাল গ্রাম বাসিন্দাদের একাংশ। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার রুকুনপুর মাঠপাড়া এলাকায়। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তার কাজ চলছিল বিগত পাঁচ দিন ধরে। রুকুনপুর মাঠ পাড়ার চারা গাছ তলা থেকে তালতলা পর্যন্ত প্রায় ৫০০ মিটার ঢালায় রাস্তার কাজ। একেবারে নিম্নমানের ইট দিয়ে রাস্তার কাজ চলছিল। গ্রামবাসীদের একাংশ বারবার বলার পরেও কোন কর্ণপাত করেননি ঠিকাদার। রবিবার দুপুরে ওই একই অর্থাৎ নিম্নমানের ইট দিয়ে কাজ চলছিল। গ্রামবাসীদের একাংশ সেই কাজ বন্ধ করে দেয়। ওই রাস্তার বরাদ্দকৃত অর্থ প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা। তারপরেও ঠিকাদার নিম্নমানের ইট দিয়ে রাস্তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। গ্রামবাসীরা সেই কাজ বন্ধ করে দেয়। এলাকার কৃষকরা ওই মাঠের রাস্তা দিয়ে ফসল তুলে নিয়ে যায়। আর এই রাস্তা যদি নিম্নমানের হয় তাহলে তো গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখাবে জানালো হরিহরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য প্রতিনিধি নবাব শেখ।

যদিও এই বিষয়ে রাস্তার ঠিকাদার বলেন সঠিক পরিমাণে রাস্ত কাজ চলছে এবং সিডিউলে যা আছে সেই নিয়মেই কাজ হচ্ছে, গ্রামের হাতে গোনা কয়েকজন তারা ব্যক্তিগত ভাবে মিথ্যা অভিযোগ করেছে, প্রশাসন আছে বিষয়টি নিশ্চয়ই দেখবে বলে জানান তিনি।

শান্তিপুর রত্ন সম্মান প্রদান পৌরসভার

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: প্রতিভাবান মানুষকে ভারতরত্ন দিতে দেখা গেছে ভারত সরকারকে, কিন্তু এবার অভিনব উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শান্তিপুর পৌরসভার, পৌরসভার উদ্যোগে দেওয়া হলো শান্তিপুর রত্ন সম্মান। জানা যায় শান্তিপুরের অতি প্রতিষ্ঠিত মিউনিসিপাল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রয়াত ইন্দ্রজ্যোতি কুন্ডুকে এই সম্মান প্রদান করা হয়। তবে বর্তমান ওই বিদ্যালয়ের প্রধান ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তথা প্রয়াত ইন্দ্রজ্যোতি কুন্ডুর ছেলে বাসুদেব কুন্ডুর হাতে এই সম্মাননা তুলে দেন নদীয়া রানাঘাট মহাকুমা শাসক ভরত সিং, সাথে ছিলেন শান্তিপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুব্রত ঘোষ। উল্লেখ্য ৯ জানুয়ারি থেকে ১২ ই জানুয়ারি পর্যন্ত শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে চলে পুষ্প প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক মেলা। এই মঞ্চ থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বিভিন্নভাবে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। একইভাবে এই প্রথম শান্তিপুরের আরো এক কৃতি ব্যক্তিকে শান্তিপুর রত্ন হিসেবে চিহ্নিত করে তার পুত্রের হাতে তুলে দেয়া হলো এই সম্মাননা। শান্তিপুর পৌরসভার এহেনো উদ্যোগে যেন চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি ছেলে শুকদেব কুন্ডু, পৌরসভার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে তিনি সর্বক্ষণের জন্য পৌরসভার পাশে থাকবে বলে আশ্বস্ত করেন। এ প্রসঙ্গে শান্তিপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুব্রত ঘোষ বলেন, প্রয়াত ইন্দ্রজ্যোতি কুন্ডু তিনি তার শিক্ষকতা জীবনে শান্তিপুরের জন্য অনেক কিছু করে গেছে, যার জন্য শান্তিপুরের অনেক ছাত্র তাদের ভবিষ্যৎ তৈরি করতে পেরেছে। তাই এমন একজন কৃতি মানুষকে শান্তিপুর রত্ন হিসাবে চিহ্নিত করে তাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পেরে আমরা গর্বিত। আগামীতে এই শান্তিপুর রত্ন সম্মান ধারাবাহিকভাবে করে আসবে শান্তিপুর পৌরসভা।

ধেয়ে আসছে দুর্যোগ, বাংলাসহ বিভিন্ন রাজ্যে সতর্কতা জারি

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: আগামী পাঁচ দিনের দেশের একাধিক রাজ্যে ঝড়ো হওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করল আবহাওয়া দফতর। একইসঙ্গে দুটি রাজ্যে ভারী তুষারপাতেরও সর্তকতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে দেশে আবারো ঘূর্ণিঝড় আঘাত আনতে তৈরি হচ্ছে। আগামী ১৬ই জানুয়ারি পর্যন্ত গোটা দেশের ২০টির বেশি রাজ্যে ঝোড়ো হাওয়া এবং ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে মৌসম বিভাগের পক্ষ থেকে। এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় হিমাচল প্রদেশ ও জম্মু কাশ্মীরে তুষার পাত এবং সইতে প্রবাহ ব্যাপকভাবে হওয়ায় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে চলে গিয়েছে। উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্য ভয়ংকর কুয়াশার কবলে পড়েছে। এর পাশাপাশি দিল্লি হারিয়ানা চন্ডিগড়ে বৃষ্টি হয়েছে। রবিবার সকালে কুয়াশার কারণে প্রায় ৪৫টি ট্রেন দেরিতে চলাচল করেছে। শনিবার লাহউল - স্পিতির তাবো জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সমাধতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৫.৯ডিগ্রি সেলসিয়াস। কুকুমসেরিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৪.৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও মানালিতে মাইনাস ০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে ঘূর্ণবাত্ত সঞ্চালনের কারণে পশ্চিমে ঝঞ্জা মধ্য পাকিস্তান এবং আশেপাশের অংশে সক্রিয় রয়েছে। পশ্চিম রাজস্থান এবং আশেপাশে একটি ট্রফ সহ পশ্চিমী ঝঞ্ঝা শক্তি বাড়াচ্ছে। এর দরুন উত্তর-পূর্ব আরব সাগর থেকে পশ্চিম বাতাস বইয়ে এসে উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং মধ্য ভারতের সমভূমিতে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত ঘটাবে। সোমবার অরুণাচল প্রদেশের কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী পাঞ্জাব হরিয়ানা চন্ডিগড় রাজস্থান উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড ,গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অসম, মেঘালয়, ছত্রিশগড়, সিকিম, ওড়িশা, নাগাল্যান্ড, মনিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় ১৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত সকাল অথবা সন্ধ্যার দিকে হতে পারে। একইসঙ্গে এইসব রাজ্যে কুয়াশার প্রভাব থাকতে পারে। ১৪ জানুয়ারি মঙ্গলবার রাত থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি নতুন পশ্চিমী ঝঞ্জা, শক্তিশালী বাড়ালে হিমাচলে তুষারপাত ও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার ও সোমবার দার্জিলিঙে বৃষ্টি ও তুষারপাতের পূর্বাভাস রয়েছে।

কাউন্সিলর বাবলার স্মরণসভায় এক মঞ্চে শাসক বিরোধী দলের নেতারা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: নিহত তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারের খুনের ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশে আজ ছিল স্মরণসভা। স্মরণসভায় এক মঞ্চে শাসক বিরোধী। কয়েক মিনিটের জন্য রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারকে স্মরণ করল শাসকবিরোধী দলের নেতা নেত্রী এবং মন্ত্রীরা। আজ মালদা শহরের পল্লীশ্রী ময়দানে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে নিহত তৃণমূল কাউন্সিলরের স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। আর এই মঞ্চেই নিহত তৃণমূল কাউন্সিলর বাবলা সরকারকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে উপস্থিত হয়েছিল রাজ্যের শাসকদল এবং বিরোধী শিবিরের নেতাকর্মীরা। এক মঞ্চেই উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বৈশানুর চট্টোপাধ্যায়, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন জলপথ ও সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন,রাজ্যের মন্ত্রী তাজমুল হোসেন, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ,বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র, চন্দনা সরকার,সমর মুখোপাধ্যায়, আব্দুর রহিম বক্সী, নীহাররঞ্জন ঘোষ ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, পুরাতন মালদার পৌরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ থেকে শুরু করে জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি কালি সদন রায় এবং বিজেপির দক্ষিণ মালদার সভাপতি পার্থসারথী ঘোষরাও। কয়েক মিনিটের জন্য রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে নিহত তৃণমূল কাউন্সিলরের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দেখা যায় শাসক এবং বিরোধী শিবিরের নেতা মন্ত্রীদের। উল্লেখ্য ২ তারিখের সকালে নিজের ওয়ার্ডেই নৃশংসভাবে খুন হন তৃণমূল কাউন্সিলর বাবলা সরকার। আর এই ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনি জেলা নেতৃত্বকে নির্দেশ দেন স্মরণসভা করার তার নির্দেশে ই আজ এই স্মরণ সভা। বাবলা সরকারের প্রতীকৃতিতে মাল্যদান করে নীরবতা পালন করে এই স্মরণসভা করা হয়।

এক সপ্তাহের মধ্যে তিনবার বাঘের হানা কুলতলির মৈপিঠে

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: কিশোলী মোহনপুর গঙ্গার ঘাট এলাকায় ফের দেখা গেল বাঘের পায়ের ছাপ। ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বনদপ্তরের কর্মীরা। দক্ষিন চব্বিশ পরগনার বিভাগীয় বনদপ্তরের আধিকারিক নিশা গোস্বামী জানান ইতিমধ্যেই দেড় কিলোমিটার মত জায়গা ঘেরা হয়েছে। বাঘ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ৬ই জানুয়ারি সোমবার সকালে কিশোরীমোহনপুর এলাকায় বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া যায়। ৮ তারিখ বুধবার ভোররাতে বাঘ ফিরে যায় জঙ্গলে। পরেরদিনই ৯ তারিখ বৃহস্পতিবার সকালে ফের বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া যায় মৈপিঠের নগেনাবাদে। স্টিল জাল দিয়ে ঘিরে ফেলায় ১০ তারিখ ভোর রাতে ফের বাঘ ফিরে যায় জঙ্গলে। রবিবার সকালে মৈপিঠের কিশোরী মোহনপুর এলাকায় গঙ্গার ঘাটে বাঘের পায়ের ছাপ দেখে আতঙ্কিত বাসিন্দারা। এবারও আজমলমারির জঙ্গল থেকে বাঘ এসেছে লোকালয় সংলগ্ন জঙ্গলে বলে জানা গিয়েছে। মুড়িগঙ্গা নদী পেরিয়ে বাঘ লোকালয় সংলগ্ন এলাকায় চলে আসায় আতঙ্ক। ডিএফও নিশা গোস্বামী জানান বাঘকে ফের গভীর জঙ্গলে ফিরিয়ে দেওয়ায় প্রধান লক্ষ্য।

যদিও বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গেলেও বাঘ এখনো আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

রাতের দিকে খাঁচা পাতা হবে এমনি জানা গেছে কর্মীদের কাছ থেকে। বাঘকে ডিস্টার্ব না করে তাকে গভীর জঙ্গলে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা চালাচ্ছেন বনকর্মীরা।

তৃণমূলের যুব দিবসের অনুষ্ঠানে হাজির অনুব্রত

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: রাজনগর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ১২ ই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে চন্দ্রপুর গ্রামে নানান কর্মসূচির মাধ্যমে যুব দিবস পালিত হয়। এদিন লাউজোড় গ্রামে তৃনমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে যুব দিবস অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। দলীয় পতাকা উত্তোলন ও ক্রিকেটের উদ্বোধন করেন রাজনগর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুকুমার সাধু। এরপর চন্দ্রপুরে স্বামীজীর প্রতিকৃতি নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা স্থানীয় এলাকা পরিক্রমা করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভলিবল খেলা, রক্তদান শিবির সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি মহাসমারোহে পালিত হয়। রবিবার দুপুরে এই উপলক্ষে উপস্থিত হন বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল,সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, রাজনগর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুকুমার সাধু ও সহ-সভাপতি রানা প্রতাপ রায় সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব।

দামোদরের তীর থেকে সরে পরিযায়ী পাখিদের আশ্রয় বেলনার জলাশয়ে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: দামোদর নদীর তীরে অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি তোলার কারণে পরিযায়ী পাখিদের গতিপথে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বিরক্ত হয়ে পাখিরা তাদের পুরনো আশ্রয়স্থল ছেড়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার বড়শুল এলাকার বেলনা গ্রামের জলাশয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। সুনসান পরিবেশ ও নিরাপত্তা পেয়ে পাখিরা এখানে স্বস্তিতে রয়েছে।

বেলনা গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, তারা সতর্ক রয়েছেন যাতে পাখিরা কোনোভাবেই বিরক্ত না হয়। একজন বাসিন্দা জানান, "আগে দামোদরের তীরে পাখির ঢল দেখা যেত। কিন্তু মানুষের অবহেলা, নদী থেকে বালি তোলা এবং পরিবেশ ধ্বংসের ফলে পাখিরা আর সেখানে আসতে পারছে না। এখানে আমরা নিশ্চিত করছি, কোনো চোরাকারবারি যেন পাখিদের কোনো ক্ষতি না করতে পারে।"

এই বছরেও শীতের শুরুতে পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখি এসেছে। বিশেষ করে বড়শুলের জলাশয়ে নর্দান ফিলটেলসহ নানা প্রজাতির পাখির দেখা মিলছে। পাখি বিশেষজ্ঞ অর্ণব দাস জানান, শীতকালে পাখিদের সংখ্যা কমে যাওয়ার দু'টি প্রধান কারণ রয়েছে। প্রথমত, পরিবেশের অস্বাভাবিক পরিবর্তন পাখিদের চলাচল ও বাসস্থানে প্রভাব ফেলছে। দ্বিতীয়ত, দীপাবলি উৎসবে শব্দদূষণ ও আতশবাজির শব্দ পাখিদের স্বাভাবিক জীবনধারায় বিঘ্ন ঘটিয়েছে।

তিনি বলেন, "পরিযায়ী পাখিরা শীতের সময় নতুন পরিবেশ খুঁজতে বাধ্য হচ্ছে। যদি আমরা বালি তোলা বন্ধ না করি, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে না আনি এবং পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল না হই, তাহলে একদিন এমন আসবে যখন শীতের আকাশে আর পরিযায়ী পাখিদের দেখা যাবে না।"

প্রয়াত হলেন মোথাবাড়ি স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মোথাবাড়ি

আপনজন:মোথাবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সোমশঙ্কর সিনহার মৃত্যুতে শোকাহত গোটা মোথাবাড়ী জুড়ে। তার মৃত্যুর খবরে ভেঙে পড়লেন তার অর্থাৎ প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীরা। জানা যায়, বহুদিন ধরে বার্ধক্য জনিত অসুখে ভুগছিলেন তিনি। বেশকিছুদিন কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিংহোম চিকিৎসাধীন থাকার পর শনিবার সকালে মৃত্যু হয় তার। তিনি ছিলেন, একজন শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক এবং সমাজ সংস্কারক। তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। রবিবার সকালে তার নিথর মৃতদেহ মোথাবাড়ী হাই স্কুল প্রাঙ্গনে নিয়ে আসা হয় এবং শোক সাগরে ঢলে পড়ে তার পরিচিতি ও তার ছাত্রছাত্রী সহ অভিভাবকরা। চোঁখের জলে তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিদায় দেন শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও এলাকার মানুষজন। তার প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে শিক্ষা ও সংস্কৃতি মহলে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কুরআন পড়ায় উৎসাহ দিতে বিশেষ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: রবিবার হুগলি জেলার আরামবাগের হরাদিত্য বাস স্টপেজের সংলগ্ন ময়দানে এক সভা হয়ে গেল। এলাকাবাসীর উদ্যোগে ও আলকুরআন একাডেমী লন্ডন এর সহযোগিতায় কয়েক শ সব ধর্মের মানুষের কাছে অনুবাদকৃত কুরআন শরীফ বিতরন করা হলো। এলাকাবাসীর মধ্যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। 'কুরআন শরীফ বুঝে পড়' এই বিষয়ে সব বক্তারাই বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

উপস্থিত ছিলেন আল কুরআন একাডেমী লন্ডন এর রাজ্য সম্পাদক মৌলানা রাকিবুল মন্ডল, হুগলি জেলার সভাপতি ও ফুরফুরা শরীফের ভূমিপুত্র আবু আফজাল জিন্না, হুগলির সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, সমাজকর্মী মৌলানা সৈয়দ সাফুল্লা সাহেব। ইসাহক, সেখ মফিজউদ্দিন সাহেব, পিরজাদা এনায়েতুল্লাহ হোসাইন, হরাদিত্য পঞ্চায়েত প্রধান পার্থ হাজারী, হাফেজ সেবগাতুল্লাহ, সৈয়দ মোর্তজা আরো অনেকে।

নিমতিতা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ভোট কড়া নিরাপত্তার মধ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় অনুষ্ঠিত হলো মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের নিমতিতা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ভোট। রবিবার নিমতিতা জি ডি ইনস্টিটিউশন স্কুল প্রাঙ্গনে সকাল ১১ টা থেকে শুরু হয়ে বিকেল তিনটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে। ভোট প্রক্রিয়া শেষে বিকেলেই ভোট গণনা করা হয়। প্রশাসন সূত্রে খবর, ৯ টি আসনের মধ্যে আগেই তিনটি আসনে জয়লাভ করেছিলো তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীরা। বাকি ছয় আসনের মধ্যে লড়াই হয়। তৃণমূল কংগ্রেস ৬ টি আসনেই প্রার্থী দিলেও বিরোধী বাম ১ টি, কংগ্রেস দুটি এবং বিজেপি ৪ টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। অর্থাৎ যৌথভাবে ৬ টি আসনে লড়াই করেছে বিরোধী রাজনৈতিক দল। এদিকে ভোট গ্রহণ ও গণনা শেষে দেখা যায় সবকটি আসনে জয়লাভ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা। পরাজিত হন বাম কংগ্রেস বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীরা। সব আসনে জয়লাভ করতেই উল্লাসে মেতে উঠেন ঘাসফুল শিবিরের নেতাকর্মীরা। সামশেরগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম নেতা সামিউল হকের নেতৃত্বে সমবায় ব্যাঙ্কের নির্বাচনে এই জয়ে নতুন করে অক্সিজেন পেলো তৃণমূল কংগ্রেস। এদিকে ভোট গ্রহণ উপলক্ষে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের ব্যাপক নিরাপত্তা এবং তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। সামশেরগঞ্জ থানার ওসি শিবুপ্রসাদ ঘোষের তত্ত্বাবধানে সুষ্ঠভাবেই সম্পন্ন হয় নির্বাচন এবং গণনা পর্ব। বয়স্ক ভোটারদের প্রতি মানবিক চিত্রও লক্ষ করা যায় পুলিশের। পুলিশের ভূমিকায় সন্তুষ্ট শাসক শিবির থেকে শুরু করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো।

মিষ্টির হাব তৈরির জমি পরিদর্শনে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সন্দেশখালি

আপনজন: সন্দেশখালিতে জনসভা করতে গিয়ে মিষ্টি হাব করার কথা বলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরজমিনে সন্দেশখালিতে পরিদর্শন করতে রবিবার সুন্দরবন গেলেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক। সন্দেশখালিতে অনেক সন্দেশ পাওয়া যায় সন্দেশখালির মানুষের দামি মেনে ২০২৪ এর ৩০ শে ডিসেম্বর সন্দেশখালির মিশন মাঠে প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে গিয়ে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন সন্দেশখালিতে অনেক নাকি সন্দেশ পাওয়া যায়। খেজুরের রসের নলেন গুড়ের পাটালি, নলেন গুড়ের সন্দেশ পাওয়া যায়। এখানে যাতে একটা মিষ্টি হাভ করা যায় তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি । সেই কথামতো রবিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলাশাসক শরৎ কুমার দ্বিবেদি সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো সহ প্রশাসনিক কর্তারা সন্দেশখালির বিডিও অফিস সংলগ্ন বেশ কয়েকটি জায়গা সরজমিনে খতিয়ে দেখেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণার দু সপ্তাহের মধ্যে সন্দেশখালিতে মিষ্টি হাবের, জায়গা দেখতে প্রশাসনিক কর্তারা উপস্থিত হন। কথা বলেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। মিষ্টি দোকানগুলিতে গিয়ে সেখানে কি ধরনের মিষ্টি তৈরি হয়, কিভাবে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া যায় তা নিয়েও আলোচনা করেন।

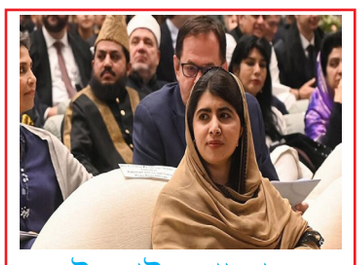

ইসরাইল গাজার শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে, ক্ষোভ মালালার

সারে-জমিন

নিম্নমানের ইট দিয়ে রাস্তা তৈরির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

রূপসী বাংলা

খাদের মুখে কেজরিওয়াল, মোদির ভাবমূর্তিও ঝুঁকিতে

সম্পাদকীয়

বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের ট্যাপ কল, এক বিন্দুও জল পড়েনি

সাধারণ

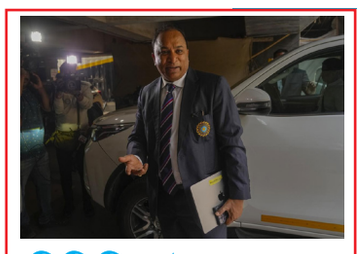

বিসিসিআইয়ের নতুন সচিব হলেন দেবজিৎ সাইকিয়া

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
১৩ জানুয়ারি, ২০২৫
২৮ পৌষ ১৪৩১
১১ রজব ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 13 ■ Daily APONZONE ■ 13 January 2025 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

দলিত যুবকের প্রসাদ খাওয়া নিয়ে সামাজিক বয়কটের অভিযোগ

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রদেশের ছত্তরপুর জেলার একটি গ্রামের বাসিন্দারা দাবি করেছেন, এক দলিত ব্যক্তির দেওয়া প্রসাদ খাওয়ার জন্য গ্রামের সরপঞ্চের নির্দেশে তাদের নিজেদের গ্রামেই তাদেরকে সামাজিক বয়কট করা হয়েছে। আতরার গ্রামের প্রায় ২০টি পরিবার অভিযোগ করেছে, তাদেরকে উচ্চবর্ণ (বিশেষত ব্রাহ্মণ) সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের কিছু লোকজন এই বয়কট করেছে। বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয় যখন তফসিলি জাতিভুক্ত প্রাক্তন গ্রাম প্রধান বর্তমান ব্রাহ্মণ গ্রাম প্রধানের বিরুদ্ধে তাদের একঘরে করার অভিযোগ প্রকাশ্যে আনেন। তাদের দাবি, কয়েক মাস আগে দীর্ঘদিনের ইচ্ছা পূরণের পর আহিরওয়ার জাতের এক ব্যক্তির (আহিরওয়াররা তফসিলি জাতিভুক্ত) প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করা লাড্ডু খাওয়ার পর এই বর্জনের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে ইংরেজি দৈনিক নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।। অন্য দিকে, বর্তমান গ্রাম প্রধানের নেতৃত্বাধীন দলটি অভিযোগ অস্বীকার করে ছত্তরপুর জেলা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে। তারা জোর বলেছে, তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মিথ্যা এবং দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিনের মতপার্থক্য থেকে উদ্ভূত। পুলিশ ও ছত্তরপুর জেলা পঞ্চায়েত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দু'পক্ষের অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে ছত্তরপুর জেলার পুলিশ সুপার আগম জৈন রবিবার বলেন, তদন্ত চলছে। সমাজচ্যুত হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত গোষ্ঠীটি দাবি করেছে যে তারা প্রসাদ খাওয়ার কারণে বিবাহের মতো সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত, প্রাক্তন গ্রাম প্রধান, যিনি সমাজচ্যুত হওয়ার অভিযোগে এই গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন তার সঙ্গে বর্তমান প্রধানের মতবিরোধ রয়েছে। বিশেষ করে বেশ কয়েক বছর আগে গ্রামসভাকে কেন্দ্র করে প্রাক্তন সরপঞ্চের বিরোধিতা করলে এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, এই কথিত বয়কটের পিছনে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে পুরনো স্বার্থের সংঘাত থাকতে পারে। দীর্ঘদিনের এই টানাপোড়েনের কারণে দীর্ঘদিন ধরে একে অপরের থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছে দুই দলই।

মুসলিম নামধারী ১১টি গ্রামের নাম পরিবর্তন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব রবিবার ঘোষণা করেছেন যে শাজাপুর জেলার ১১টি গ্রামের নাম পরিবর্তন করা হবে। সেখানে কালাপিপাল তহসিলে এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি এই ঘোষণা করেন। মুসলিম নাম বহনকারী ১১টি গ্রামের নাম পরিবর্তন করার কথা তিনি বলেন। সেই ১১টি গ্রামের পরিবর্তিত নামগুলি হল: নিপানিয়া হিসামুদ্দিনকে নিপানিয়া দেব, ধবলা হুসেনপুরকে ধবলা রাম, মহম্মদপুর পাওয়াদিয়াকে রামপুর পাওয়াদিয়া, খাজুরি এলাহাদাদকে খাজুরি রাম, হাজিপুরকে হীরাপুর, মহম্মদপুর মাছনাইকে মোহনপুর, রিছরি মোরাদাবাদকে রিচরি, খলিলপুর (গ্রাম পঞ্চায়েতের শিলোন্ডা) রামপুর, উনছোড়কে উনচাভাদ, ঘাট্টি মুখতিয়ারপুরকে ঘাট্টি এবং শেখপুর বঙ্গিকে আভাধপুরী। সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব জোর দিয়ে বলেন, গ্রাম ও শহরের নামগুলি এখন স্থানীয় মানুষের অনুভূতির প্রতিফলন ঘটাবে। তিনি বলেছিলেন যে এই নামগুলি পরিবর্তন করার দাবি জনসাধারণের দ্বারা উত্থাপিত হয়েছিল এবং তিনি কেবল তাদের ইচ্ছার প্রতি সাড়া দিচ্ছিলেন।

মোহন বলেন, যখন লোকেরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল যে কিছু নাম অসন্তুষ্ট, তখন আমি অনুভব করেছি যে তাদের সমাধান করা আমার দায়িত্ব। মোহাম্মদপুর মাছনাইয়ে যদি মহম্মদ না থাকে, তাহলে এমন নাম রাখা হল কেন? মুসলিম বাসিন্দা হলে তারা নিজেদের নাম রাখতে পারবেন। কিন্তু তা না হলে নাম বদল করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমাদের সংস্কৃতিতে ৩৩ কোটি দেবদেবী রয়েছেন, তাই নামগুলি তাদের যে কোনও একজনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে। গত সপ্তাহেও একই পদক্ষেপ নিয়ে উজ্জয়িনী জেলার তিনটি গ্রামের নাম পরিবর্তন করেন যাদব। গজনীখেড়ি পঞ্চায়েতের নাম বদলে চামুণ্ডা মাতা গ্রাম, জাহাঙ্গীরপুরের নাম বদলে জগদীশপুর, মণ্ডলানা গ্রামের নাম বদলে বিক্রম নগর।

বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে মুসলিম সম্পর্কিত গ্রাম বা শহরের নাম পরিবর্তন এই নতুন নয়। তবে, কেন্দ্রীয় সরকারও কম যায় না। মোদি সরকার মুঘলসরাই রেল স্টেমনের নাম দীন দয়াল উপাধ্যায় করেছে। যদিও সেই পরম্পরায় উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের বিজেপি শাসিত সরকার বিভিন্ন ঐতিহ্যপূর্ণ শহরের নাম পরিবর্তন করেছে। যোগী আদিত্যনাথ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর ফৈজাবাদের নাম পরিবর্তন করে অযোধ্যা রাখার কথা ঘোষণা করেন। একইভাবে যোগী গোরক্ষপুর শহরের নকিটবর্তী শহরের মিঞা বাজার এলাকার নাম পরিবর্তন করে মায়াবাজার, আর হুমায়ুনপুরের নাম হনুমানপুর রেখেছিলেন। সেই পথ ধরে মহারাষ্ট্রের বিজেপি জোট সরকার অরঙ্গাবাদ শহরকে ছত্রপতি শম্ভাজি নগর ও ওসমানাবাদকে ধারাশিব করে।

স্যালাইন কাণ্ড নিয়ে আজ কংগ্রেসের স্বাস্থ্য ভবন ঘেরাও কর্মসূচি

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একটি সরকারি হাসপাতালে মেয়াদ উত্তীর্ণ ইন্ট্রাভেনাস (আইভি) ফ্লুইড প্রয়োগের কারণে সন্তান প্রসবের পরে এক মহিলা এবং আরও চারজনের অসুস্থ হয়ে পড়ার পরে, প্রদেশ কংগ্রেস এই ঘটনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দায়ী করেছে এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ব্যাখ্যা দাবি করেছে, যিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করছেন।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এই দুর্ঘটনাকে রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগের দুর্নীতি ও গাফিলতির ফল বলে অভিহিত করে ঘোষণা করেছেন যে এই ঘটনার প্রতিবাদে দল সোমবার স্বাস্থ্য ভবনের "ঘেরাও" আয়োজন করবে। আমরা জবাব দাবি করছি। আগামীকাল দুপুর ২ টো নাগাদ স্বাস্থ্য ভবনের শান্তিপূর্ণ ঘেরাও ডাকা ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় নেই।

কংগ্রেস নেতা আরও জানান, সেক্টর ফাইভের স্বাস্থ্যভবনে সভা শুরু করার আগে দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ সল্টলেকের করুণাময়ীতে জড়ো হবেন দলীয় কর্মীরা।

মেদিনীপুর থেকে গ্রিন করিডরে তিন প্রসূতিকে আনা হল এসএসকেএমে

আপনজন ডেস্ক: মেদিনীপুরের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রসূতিদের মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়া নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই অসুস্থ প্রসূতিদের কলকাতায় নিয়ে আসা হল। রবিবার সন্ধ্যায় লাইফ সাপোর্ট দেওয়া অ্যাম্বুলেন্সে চাপিয়ে গ্রিন করিডর করে মেদিনীপুর থেকে কলকাতার এসএসকেএমে নিয়ে আসা হল ওই সব প্রসূতিকে। এদিন তিনটি অ্যাম্বুলেন্সে করে তিনজন প্রসূতি নিয়ে আসার পথে একজনের শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হলে রাস্তায় অ্যাম্বুলেন্স থামিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। যদিও নিরাপদেই এসএসকেএম হাসপাতালে অবশেষে তা পৌঁছায়। যদিও এদের মধ্যে দু'জনকে এসএসকেএম হাসপাতালের সিসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছে। একজন ভর্তি রয়েছেন আইটিইউ-তে। হাসপাতালের তরফে তৈরি হয়েছে ৫ সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড। জানা গিয়েছে, রাত থেকেই এই তিনজনের চিকিৎসা শুরু করে দিয়েছেন চিকিৎসকরা। ঘটনার সূত্রপাত গত বুধবার সন্ধ্যায়। সেদিন মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মাতৃমা বিভাগে পাঁচ প্রসূতির সিজার করা হয়। এই অপারেশনে সুস্থ সন্তানও জন্ম দেন তাঁরা। কিন্তু অপারেশনের কয়েক ঘণ্টা পর থেকেই ওই পাঁচ প্রসূতির শারিরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। রোগীর পরিজনদের অভিযোগ, মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন ও ওষুধপত্র ব্যবহার করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে মামনি রুই দাস নামে এক প্রসূতির মৃত্যু হয়। সেদিন রাতেই সিজারের পর পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন তিনি। এক কন্যাসন্তানও রয়েছে। শনিবার রাজ্য মেডিক্যাল টিমের সদস্যরা রিপোর্ট দেওয়ার পরই তড়িঘড়ি প্রশাসন থেকে গ্রিন করিডর এবং লাইফ সাপোর্ট, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়। কলকাতায় নিয়ে আসা তিন প্রসূতি হলেন মাম্পি সিং (২৩), নাসরিন খাতুন (১৯) ও মিনারা বিবি (৩১)।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ
মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ২৮ পৌষ ১৪৩১, ১১ রজব ১৪৪৬ হিজরি

মানি লন্ডারিং

টাকা না থাকিবার বিপদ লইয়া শত শত কথা বলা যায়। টাকা না থাকিলে জীবনের সকল গন্ধ-বর্ণ-রং-রস ফ্যাকাশে হইয়া যায়। বলা হইয়া থাকে, টাকা দেখিলে নাকি কাঠের পুতুলও হাঁ করিয়া ফেলে। টাকা মানুষের শরীর ও মনকেও উজ্জীবিত করে। মানুষের কত টাকা প্রয়োজন–তাহার কোনো ঊর্ধ্বসীমা নাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় যেমন বলিয়াছেন– 'এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি–।' অর্থাত্ মানুষের অর্থ উপার্জনের তৃষ্ণাও কখনো ফুরায় না।

কিন্তু টাকা থাকিবারও অনেক বিপদ রহিয়াছে। জগতে অ্যাবস্যুলেট ব্ল্যাক কিংবা হোয়াইট তথা সম্পূর্ণ সাদা কিংবা কালো বলিয়া যেমন কিছু হয় না, তেমনি টাকার ক্ষেত্রেও সত্য। সাদার মধ্যে কিছুটা হইলেও কালো থাকে, কালোর মধ্যেও থাকে সাদা। সাদাকে যতখানি কালো তাহার সাদা ভাব নষ্ট করিয়া দিতে না পারে, ততখানি কালো সম্ভবত মানিয়া লওয়া যায়। কিন্তু অর্থনীতির হিসাব খুব সহজ নহে। অর্থনীতিতে কালোটাকার প্রাদুর্ভাব বাড়িলে, সামগ্রিক অর্থনীতিকে দুর্বল করিতে থাকে। কালোটাকা কী? 'ইনভেস্টোপিডিয়া'য় ইহার সহজ উত্তর এইভাবে বলা হইয়াছে– কালোটাকা হইল সেই অর্থ যাহার উপর সরকারকে ট্যাক্স দেওয়া হয় না। যেমন একটি দোকান তাহার পণ্যদ্রব্যের জন্য নগদ টাকা গ্রহণ করে এবং তাহার গ্রাহকদের রসিদ প্রদান করে না। সেই দোকানটি কালোটাকায় লেনদেন করিতেছে, কারণ ইহা রেকর্ড না করা বিক্রয়ের উপর কর প্রদান করিবে না। আবার, কেহ ১০০ টাকা মূল্যের সম্পদ ক্রয় করিল, কিন্তু অফিশিয়ালি দেখানো হইল সম্পত্তিটির মূল্য ২৫ টাকা এবং সেই ২৫ টাকার উপর ক্রয়-কর প্রদান করা হইল। এই ক্ষেত্রে বাকি ৭৫ টাকা কালোটাকায় লেনদেন হইল। উভয় উদাহরণে বিক্রেতারা আইনি উত্স হইতে অর্থ উপার্জন করিয়াছে কিন্তু কর ফাঁকি দিয়াছে। বিশ্ব অর্থনীতির বিশ্লেষকরা দেখিয়াছেন, কালোটাকার সবচাইতে বড় উত্স হইল আন্ডারগ্রাউন্ড অর্থনীতি। আন্ডারগ্রাউন্ড অর্থনীতির কার্যকলাপের মধ্যে রহিয়াছে মাদকদ্রব্য, আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয়বিক্রয়, মানব পাচার ইত্যাদি। ব্ল্যাক মার্কেট ক্রিয়াকলাপগুলিও কম গুরুতর অপরাধের সহিত জড়িত, যেমন নকল পণ্য বিক্রয়, চুরি করা ক্রেডিট কার্ড বা কপিরাইটযুক্ত উপাদানের পাইরেটেড সংস্করণ বিক্রয় ইত্যাদি। তাহা ছাড়া আমদানি ও রপ্তানির আন্ডার-ইনভয়েসিং এবং ওভার-ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমেও কালোটাকার মার্কেট বড় হয়। বিশ্বের সবচাইতে বৃহত্ অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্রেও রহিয়াছে আন্ডারগ্রাউন্ড অর্থনীতির বেশ বড় একটি অংশ। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে ইনভেস্টোপিডিয়ায় ম্যাথিউ জনস্টন-এর 'হাউ বিগ ইজ অ্যামেরিকা'স আন্ডারগ্রাউন্ড ইকোনমি?' কলামে বলা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডারগ্রাউন্ড অর্থনীতি মার্কিন মোট দেশজ উত্পাদনের (জিডিপি) ১১ হইতে ১২ শতাংশ।

বলিবার অপেক্ষা রাখে না, কালোটাকার সঙ্গে যুক্ত একটি দেশের আয়ের অংশ দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। তবে যে কোনো দেশের অর্থনীতিতে কালোটাকার পরিমাণ অনুমান করা অত্যন্ত কঠিন। ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই যে, আন্ডারগ্রাউন্ড অর্থনীতির সহিত সম্পৃক্ত কারবারিরা তাহাদের কার্যকলাপ ছদ্মবেশের মাধ্যমে সম্পাদন করিতে পারে। জার্মানি এএমএল হোয়াইটপেপার-এর 'স্যাংশন রিপোর্ট' ওয়েবসাইটের 'ব্যাসেল ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স'-এর প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, কালোটাকার তৈরি প্রবণতা যেই সকল দেশে অধিক সেইখানে মানি লন্ডারিংয়ের হারো বেশি। তাহাদের রিপোর্ট অনুযায়ী মানি লন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচাইতে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলি হইল–কঙ্গো, হাইতি, মিয়ানমার, মোজাম্বিক, মাদাগাস্কার, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশ। অন্যদিকে মানি লন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচাইতে কম ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলি হইল–ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া, সুইডেন, আইসল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, সান মারিনো, স্লোভেনিয়া, লিথুয়ানিয়া, নরওয়ে, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ। দেখা গিয়াছে, অধিক পরিমাণে ঘুষ ও দুর্নীতি, আর্থিক অস্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার অভাব, আইনি ও রাজনৈতিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলিতে মানি লন্ডারিং ঝুঁকি বেশি দেখা যায়। সুতরাং এই বিষয়গুলি কোনো রাষ্ট্র ঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারিলেই সেইখানে আন্ডারগ্রাউন্ড অর্থনীতি সম্প্রসারিত হইতে পারিবে না।

• • • • • • • • • • • • •

খাদের মুখে কেজরিওয়াল, মোদির ভাবমূর্তিও ঝুঁকিতে

সময় এক মাসের কম। ৮ ফেব্রুয়ারি ঠিক হয়ে যাবে চতুর্থবারের মতো দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন কি না অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ভোট গ্রহণ ৫ ফেব্রুয়ারি। এমন নয় যে মুখ্যমন্ত্রী হওয়া আম আদমি পার্টির (আপ) প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বেসর্বার একমাত্র মোক্ষ। কিন্তু বৃহত্তর রাজনৈতিক মোক্ষলাভের পথে এগোতে হলে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর কুরসিই যে কেজরিওয়ালের মাছের চোখ, সে নিয়ে সন্দেহ নেই। যেমন সন্দেহ নেই তাঁর কাছে এটাই হতে চলেছে কঠিনতম নির্বাচন। লিখেছেন **সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়..**

সময় এক মাসের কম। ৮ ফেব্রুয়ারি ঠিক হয়ে যাবে চতুর্থবারের মতো দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন কি না অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ভোট গ্রহণ ৫ ফেব্রুয়ারি।

এমন নয় যে মুখ্যমন্ত্রী হওয়া আম আদমি পার্টির (আপ) প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বেসর্বার একমাত্র মোক্ষ। কিন্তু বৃহত্তর রাজনৈতিক মোক্ষলাভের পথে এগোতে হলে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর কুরসিই যে কেজরিওয়ালের মাছের চোখ, সে নিয়ে সন্দেহ নেই। যেমন সন্দেহ নেই তাঁর কাছে এটাই হতে চলেছে কঠিনতম নির্বাচন।

সহজভাবে বলা যায়, ৫ ফেব্রুয়ারির দিল্লি বিধানসভার ভোটে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছেন কেজরিওয়াল ও তাঁর আম আদমি পার্টি।

চতুর্থবারের মতো মুখ্যমন্ত্রী হতে না পারলে কেজরিওয়ালের রাজনৈতিক লেখচিত্রের নিম্নগামিতা ঠেকানো যেমন কঠিন হবে, তেমনই কঠিন হবে দল অটুট রাখা। দিল্লি হারালে পাঞ্জাবও কি ধরে রাখা যাবে? সন্দেহ প্রবল। সবচেয়ে বড় কথা পরিচ্ছন্ন ও দুর্নীতিমুক্ত রাজনীতির যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আম আদমি পার্টি ক্ষমতায় এসেছিল, যে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি কেজরিওয়াল গড়ে তুলেছিলেন, ক্ষমতাসীন হতে না পারলে তার দফারফা অবশ্যম্ভাবী। বিজেপি তো বটেই, কংগ্রেসও এবার তাঁকে ছেড়ে কথা বলছে না। ছয় মাস জেলে কাটিয়ে জামিনে মুক্তি পেলেও দুর্নীতির কালো ছিটে এখনো তুলতে পারেননি। হেরে গেলে সেই দাগ পাকাপাকি রেখে দিতে বিজেপির চেষ্টায় ত্রুটি থাকবে না।

রাজনৈতিক বাজি এবার এতটাই ঝুঁকিপূর্ণ যে কোনোরকমে টায় টায় পাস করার মতো নম্বর পেলেও কেজরিওয়ালের চলবে না। তাঁকে জিততে হবে ৭০-এর মধ্যে ৫০-৫৫টি আসন পেয়ে। কোনোরকমে সরকার গড়ার অর্থ হবে অমিত শক্তিধর বিজেপিকে ক্ষমতা দখলে প্রলুব্ধ করা। সরকারের পতন ঘটিয়ে সরকার গড়ার খেলায় বিজেপির ধারেকাছে কেউ নেই–এটা যেমন সবার জানা, তেমনই ক্ষমতার ঘ্রাণ পাওয়া বিজেপিকে রোখার ক্ষমতা যে তাঁদের নেই, কেজরিওয়াল তা জানেন। তার ওপর এবারের লড়াই ত্রিমুখী। বাজি যে কঠিন, তা তাঁর চেয়ে বেশি অনুধাবন কেউ করতে পারছে না।

২০১২ সালের অক্টোবরে দল গঠন করে ২০১৩ সালে প্রথমবার ভোটে দাঁড়িয়ে কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি ২৮টি আসনে জিতেছিল। কংগ্রেস পেয়েছিল ৮টি। তাদের সমর্থন নিয়ে ৩২ আসন জেতা বিজেপিকে টপকে কেজরিওয়াল প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছিলেন। যদিও ৪৯ দিনের মাথায় পদত্যাগ করায় রাজধানী রাজ্য দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির শাসন জারির পথ প্রশস্ত হয়েছিল। এক বছর পর ২০১৫ সালের ভোটে তিনি সুনামি হয়ে ফিরেছিলেন। ৬৭টি আসন দখল করেছিল আপ সাড়ে ৫৪ শতাংশ ভোট পেয়ে। মাত্র ৩টি আসন জিতেছিল বিজেপি। সে সময় একটা কৌতুক খুব চালু হয়েছিল। লোকে বলাবলি করত, দিল্লির বিজেপি বিধায়কদের বিধানসভায় যাওয়া-আসার জন্য একটা অটোই যথেষ্ট! সেই লজ্জা বিজেপি আজও ঢাকতে পারেনি। পাঁচ বছর পর ২০২০ সালের ভোটও ছিল আগেরবারের জলছবি। আপের আসনসংখ্যা ৬৭ থেকে কমে হয়েছিল ৬২। ভোট কমেছিল ১ শতাংশের কম। আপের হারানো ৫টি আসন বিজেপির ঝুলিতে যাওয়ায় তারা ৩ থেকে ৮-এ উঠেছিল। বিজেপি এবার মরিয়া। দুই-আড়াই বছর ধরে রাজ্য সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার ডালি তারা সাজিয়ে বসেছে। নির্বাচিত সরকারকে প্রতি পদে বাধা দিতে আইন করে উপরাজ্যপালের ক্ষমতা বাড়িয়েছে। তাঁর সম্মতি বিনা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো ক্ষমতা নির্বাচিত সরকারের নেই। ১০ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লির যে হাল করেছে, গণতন্ত্রের পক্ষে তা অবশ্যই লজ্জার। আশঙ্কা, এমনই হাল হতে চলেছে জম্মু-কাশ্মীরেরও। ওমর আবদুল্লাহ ও অরবিন্দ কেজরিওয়াল একই নৌকার সওয়ারি।

কেজরিওয়াল হেসেখেলে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী হলে 'ইন্ডিয়া' জোটে কংগ্রেসের অবস্থান আরও ঢিলে হবে। কেজরিওয়াল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অখিলেশ যাদবের অক্ষ জোরদার হবে। মহারাষ্ট্রে বিপর্যয়ের পর কংগ্রেস নিয়ে উদ্ধব ঠাকরেও আর গদগদ নন। ইন্ডিয়ার নেতৃত্ব থেকে কংগ্রেসকে সরানোর যে স্বর হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্র ভোটের পর মিনমিন করে উঠেছিল, কেজরিওয়ালের সাফল্য তা জোরালো করে তুলবে। দিল্লিতে হারলেও জাতীয় পর্যায়ে বিজেপির পক্ষে তা হবে আশাব্যঞ্জক।

আম আদমি পার্টি আরও একবার দিল্লি দখল করলে সেই জয় ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠবে নরেন্দ্র মোদির 'পরাজয়'। শুধু পরাজয়ই নয়, সেটা হবে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর হারের হ্যাটট্রিক। নরেন্দ্র মোদি সেই অসম্মান কোথায় লুকাবেন?

সৌজন্যে: প্র. আ.

২০১২ সালের অক্টোবরে দল গঠন করে ২০১৩ সালে প্রথমবার ভোটে দাঁড়িয়ে কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি ২৮টি আসনে জিতেছিল। কংগ্রেস পেয়েছিল ৮টি। তাদের সমর্থন নিয়ে ৩২ আসন জেতা বিজেপিকে টপকে কেজরিওয়াল প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছিলেন। যদিও ৪৯ দিনের মাথায় পদত্যাগ করায় রাজধানী রাজ্য দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির শাসন জারির পথ প্রশস্ত হয়েছিল। এক বছর পর ২০১৫ সালের ভোটে তিনি সুনামি হয়ে ফিরেছিলেন। ৬৭টি আসন দখল করেছিল আপ সাড়ে ৫৪ শতাংশ ভোট পেয়ে। মাত্র ৩টি আসন জিতেছিল বিজেপি। সে সময় একটা কৌতুক খুব চালু হয়েছিল। লোকে বলাবলি করত, দিল্লির বিজেপি বিধায়কদের বিধানসভায় যাওয়া-আসার জন্য একটা অটোই যথেষ্ট! সেই লজ্জা বিজেপি আজও ঢাকতে পারেনি। পাঁচ বছর পর ২০২০ সালের ভোটও ছিল আগেরবারের জলছবি। আপের আসনসংখ্যা ৬৭ থেকে কমে হয়েছিল ৬২। ভোট কমেছিল ১ শতাংশের কম। আপের হারানো ৫টি আসন বিজেপির ঝুলিতে যাওয়ায় তারা ৩ থেকে ৮-এ উঠেছিল। বিজেপি এবার মরিয়া। দুই-আড়াই বছর ধরে রাজ্য সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার ডালি তারা সাজিয়ে বসেছে। নির্বাচিত সরকারকে প্রতি পদে বাধা দিতে আইন করে উপরাজ্যপালের ক্ষমতা বাড়িয়েছে। তাঁর সম্মতি বিনা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো ক্ষমতা নির্বাচিত সরকারের নেই। ১০ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লির যে হাল করেছে, গণতন্ত্রের পক্ষে তা অবশ্যই লজ্জার।

রেবেকা সলনিট

কোন ভুলে আমেরিকার দাবানল এমন ভয়াবহ হল

যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস ও এর আশপাশে যে বড় বড় দাবানল জ্বলছে, তা ভয়াবহ। কিন্তু এটা নতুন কিছু নয়। এ এলাকায় আগুনের এমন ভয়ংকর ইতিহাস বহুদিনের। গরম, খরা আর বাতাসের কারণে এই অঞ্চলে আগুন লাগার ঝুঁকি সব সময়ই বেশি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবী আরও গরম ও শুষ্ক হয়ে উঠছে। এ কারণে আগুন এখন আগের চেয়ে আরও বড় আকারে ছড়াচ্ছে।

এ এলাকা অনেক আগে থেকেই দাবানলপ্রবণ। মানুষ যখন প্রাকৃতিক পরিবেশ, যেমন পাহাড়ি এলাকা, গুল্মভূমি, বন বা উপকূলীয় ঢালের আশপাশে বাড়ি তৈরি করে, তখন আগুনের আশঙ্কা থেকেই যায়। আর এই আগুন দমনের চেষ্টা করলে অনেক সময় জমে থাকা শুকনা গাছপালা আর ঝোপঝাড় পরে আরও বড় আগুনের কারণ হয়।

গত মাসেই ফ্র্যাঙ্কলিন ফায়ার মাত্র ৪৮ ঘণ্টায় মালিবুতে ৪ হাজার একর পুড়িয়ে দেয়। এর আগে ২০০৯ সালের স্টেশন ফায়ার ১ লাখ ৬০ হাজার ৫৭৭ একর এলাকায় আগুন ছড়ায়। ২০১৮ সালের উলসি ফায়ার ৯৬ হাজার ৯৪৯ একর পুড়িয়ে ১ হাজার ৬৪৩টি বাড়িঘর ধ্বংস করে। আবার ১৯৭০ সালের মালিবু ফায়ার টানা ছয় মাসের খরার পর ৩১ হাজার একর এলাকা পুড়িয়ে দেয় এবং ১০ জনের প্রাণহানি ঘটায়।

মালিবু এমন এক জায়গা, যেখানে বারবার দাবানলের ঘটনা ঘটে। মাইক ডেভিস তাঁর ১৯৯৮ সালের একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, মালিবু উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে বেশি আগুনপ্রবণ এলাকা। এখানে প্রতি দুই-আড়াই বছরে বড় ধরনের আগুন লাগে, আর সান্তা মনিকা পর্বতশ্রেণি গত শতাব্দীতে তিনবার পুরোপুরি পুড়েছে। মালিবু বারবার জ্বলবেই, এটাই এর বাস্তবতা।

চলমান দাবানলে আমার পরিচিত অনেকেই তাঁদের বাড়িঘর হারিয়েছেন। কেউ কেউ বাড়ি ফিরে পাবেন কি না, তা জানেন না। এক বন্ধু লিখেছেন, 'বন্ধুদের বাড়ি পুড়ে গেছে। বাচ্চাদের স্কুল ধ্বংস হয়ে গেছে। দোকানপাট শেষ। হাঁটার জায়গাগুলোও নেই। আমরা এখন যেকোনো সময় সরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত।'

লস অ্যাঞ্জেলেসে এ সময় আগুন লাগার জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। সাধারণত ক্যালিফোর্নিয়ার হাওয়া সমুদ্র থেকে আসে। তবে শরতে

মরুভূমি থেকে তপ্ত বাতাস আসে, যাকে 'সান্তা আনা বাতাস' বলা হয়। এই বাতাস খুবই শক্তিশালী হয়।

১৯৯১ সালে এমন বাতাসের কারণে ওকল্যান্ডে আগুন লেগে দুই দিনে ৩ হাজার বাড়ি পুড়ে গিয়েছিল। ২০১১ সালে সান্তা আনা বাতাসের গতি ঘণ্টায় রেকর্ড ১৬৭ মাইল ছুঁয়েছিল। এবারের বাতাসের এত বেগ ছিল না, কিন্তু তা-ও ঘণ্টায় ১০০ মাইল পর্যন্ত গিয়েছিল। এ বাতাস আগুনকে আরও তীব্র করে তোলে।

ক্যালিফোর্নিয়ার ভয়াবহ শরৎকালীন আগুন ২০১৭ সাল থেকে নতুন এক যুগের আগমনের ইঙ্গিত দেয়। এটি আগের মতো নয়, বরং আরও বিধ্বংসী। যেমন কয়েক মাস আগে হারিকেন হেলেন পশ্চিম নর্থ ক্যারোলাইনার ভেতরে কয়েক শ মাইল ভেতর পর্যন্ত আঘাত হেনেছিল। বিজ্ঞানীরা, আগুনবিশেষজ্ঞ ও জলবায়ু সাংবাদিকেরা আগেই সতর্ক করেছিলেন। এ এলাকা আগে থেকেই আগুনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তার ওপর প্রাকৃতিকভাবে আগুন লাগার চক্র বন্ধ করায় আগুন এখন পুনরায় ধ্বংস ডেকে আনে।

এ কথা বলার মানে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের দোষ দেওয়া নয়। যাঁরা তাঁদের বাড়ি হারিয়েছেন বা বাড়িঘর সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁদের কোনো দোষ নেই। আসল দোষ সেসব প্রতিষ্ঠানের, যারা ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় বাড়িঘর নির্মাণ করতে দিয়েছে এবং আগুন মোকাবিলার পর্যাপ্ত অবকাঠামো তৈরি করেনি।

লস অ্যাঞ্জেলেস সিটি কাউন্সিলের এক সদস্য বলেছেন, পানি সরবরাহব্যবস্থাসহ গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতে বিনিয়োগ যথেষ্ট হয়নি। এমনকি অগ্নিনির্বাপণের গাড়িগুলোও সঠিক মেরামতির অভাবে ব্যবহারের অনুপযোগী ছিল। ১৭ ডিসেম্বর শহরের ফায়ার চিফ অভিযোগ করেন, কর্মিসংকট ও বাজেট কাটছাঁটের কারণে বড় ধরনের বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে এবং সেগুলো মোকাবিলা করতে তাদের সক্ষমতা কমে গেছে।

আগে যেখানে মানুষ বাড়ি বানিয়েছে, সেখানে আগুন দমন করা হয়েছে। বন্য এলাকায় বন বিভাগ বা অন্যান্য সংস্থা বিংশ শতাব্দীতে আগুন দমন করেছিল। তারা ভুলে গিয়েছিল, স্থানীয় আদিবাসীরা এবং প্রকৃতি নিজেই নিয়মিত এই জায়গাগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিত। সেই আগুন দমন করার ফলে জ্বালানি পদার্থ জমা হয়, যা একসময় বড় ধরনের ধ্বংস ডেকে আনে। তারা ভুলে গিয়েছিল, প্রকৃতির জন্য আগুন স্বাভাবিক।

ভয়াবহ আগুন যেমন সবকিছু ধ্বংস করে, আগুন থেকে বাঁচতে যা করণীয়, তা ভুলে যাওয়াও তা-ই করে। স্মৃতি আমাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করে।

ভুলে গেলে বিপদ আবার ফিরে আসতে পারে, আর মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে পড়তে পারে। যেমন ডোনাল্ড ট্রাম্প ভুলভাবে দাবি করেছেন, জো বাইডেন আর গ্যাভিন নিউসম আগুনের জন্য দায়ী। কিন্তু আমরা যদি অতীতের ঘটনা ঠিকমতো মনে রাখি, তাহলে ভবিষ্যতের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত হতে পারব।

বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই বলেছিলেন, পৃথিবী আরও বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। তাঁরা শুধু সতর্ক করেননি, বরং বলেছিলেন কীভাবে এই বিপদ কমানো যায়। এখন আমাদের ঠিক করতে হবে, আমরা তাদের কথা শুনব কি না।

জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের ভবিষ্যৎ বদলে দিচ্ছে। আমরা জানি কী করতে হবে এই বিপদ কমানোর জন্য। কিন্তু শুধু নিজের মতো প্রস্তুতি নিলেই হবে না। সবাইকে মিলে বড় উদ্যোগ নিতে হবে। এই আগুন আমাদের শেখায়, ভুলে যাওয়ার ফল কতটা ভয়ংকর হতে পারে।

রেবেকা সলনিট গার্ডিয়ান ইউএসের একজন কলামলেখক। দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ

প্রথম নজর

‘জমজমের’ পানির নামে ট্যাপের পানি বিক্রি তুরস্কে, গ্রেফতার প্রতারক

আপনজন ডেস্ক: বোতলের গায়ে আরবি লেখা, বিক্রি করা হচ্ছে পবিত্র জমজমের পানি বলে। কিন্তু এগুলো আসলে সাধারণ ট্যাপের পানি। এমন এক প্রতারককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এসব নকল জমজমের পানি বিক্রি করে প্রায় ৩০ কোটি টাকা উপার্জন করেছেন এই প্রতারক। তুরস্কের স্থানীয় এক গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক গণমাধ্যম গালফ নিউজ।

এ ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে জানা যায়, বিলাল নামের ওই প্রতারক প্রতিদিন অন্তত ২০ টন পানি বিক্রি করে আসছেন। যা থেকে প্রতিদিন ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২ লাখ টাকা উপার্জন করেছেন। গত ৫ মাস ধরে এই প্রতারণা করছেন তিনি।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে বিলাল পুলিশকে জানান, তুরস্কে জমজমের পানি বলে যেসব পানি বিক্রি হয়, সেগুলোর বেশিরভাগই তুরস্কের পানি। এগুলো সৌদি আরবের জমজমের পানি নয়। এসব পানি তুরস্কে অবস্থিত আদানার ওয়্যারহাউজের। বিলালের কাছে এমন তথ্য পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। এরপর এমন নকল ১৫ হাজার লিটার জমজমের পানি পায় তারা। এসব পানির বোতলের বেশকিছু ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাতে দেখা যায়, সব ধরনের আকারের বোতলই রয়েছে। এগুলো তুরস্কের বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। ভোক্তাদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য এসব বোতলে আরবি লেখা থাকে, যাতে বোঝা যায় এগুলো সৌদি থেকে আনা। তবে কয়েকজন বিক্রেতা দাবি করছেন, এসব পানির একটি অংশ জমজম থেকেই আনা। অল্প ট্যাপের পানি মেশানো হয়েছে। কেউ তা নিয়ে অভিযোগ করেনি। পুলিশ এসব নকল জমজমের পানি বাজেয়াপ্ত করেছে এবং ওয়্যার হাউসটি সিলগালা করে দিয়েছে। এ ছাড়া জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে। তুরস্কে জমজমের পানির চাহিদা বেশি, বিশেষ করে রমজানের মতো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় এ চাহিদা আরো বৃদ্ধি পায়। সারা দেশে বাজার ও দোকানে এ পানির বোতল ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। তবে এসব পানির মধ্যে কী পরিমাণ পানি নকল, তা স্পষ্ট নয়।

ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী গ্রেফতার

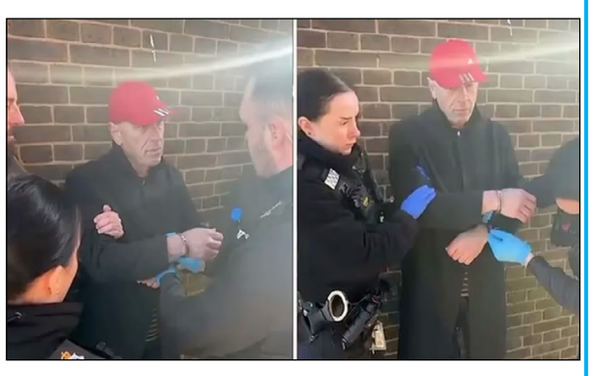

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে লেবার পার্টির সাবেক এমপি ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আইভর ক্যাপলিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্থানীয় সময় শনিবার (১১ জানুয়ারি) একটি অপারেশনের মাধ্যমে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আইভর ক্যাপলিন ১৯৯৭ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব সাসেক্সের হোভ থেকে এমপি ছিলেন। শনিবার ব্রাইটন এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, উজ্জ্বল লাল রঙের ক্যাপ মাথায় কালো টি-শার্ট পরিহিত ৬৬ বছর বয়সী ওই ব্যক্তিকে দুই পুলিশ কর্মকর্তা ঘিরে আছেন। তার হাতে হাতকড়া দেখা যায়।

সাসেক্স পুলিশের এক মুখপাত্র বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ফুটেজে দেখা গেছে, ব্রাইটনে এক ব্যক্তিকে এক শিশুর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের সন্দেহে আটক করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি হেফাজতে রয়েছেন।

যদিও আইভর ক্যাপলিন তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বলে জানা গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৪ সালে তাকে লেবার পার্টি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

ইসরাইল গাজার গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে, ক্ষোভ মালালার

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইল গাজার গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শান্তিতে নোবেল পুরস্কারজয়ী মালালা ইউসুফজাই। রোববার (১২ জানুয়ারি) ইসলামাবাদে ‘মুসলিম সম্প্রদায়ের নারী শিক্ষা: চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ’ শীর্ষক এক সম্মেলনে অংশ নিয়ে এ কথা বলেন মালালা। দুদিনের এই সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশের শিক্ষামন্ত্রী অংশ নিয়েছেন। খবর আরব নিউজের।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে তার ভাষণে মালালা বলেন, ‘গাজায় ইসরাইল সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমা হামলা চালিয়েছে এবং ৯০ শতাংশেরও বেশি স্কুল ধ্বংস করেছে। এছাড়া স্কুলভবনে আশ্রয় নেওয়া বেসামরিক নাগরিকদের উপর নির্বিচারে হামলা চালিয়েছে।’

মালালা আরও বলেন, ‘আমি ইসরাইলের আন্তর্জাতিক আইন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখব। ’

তিনি বলেন, ‘ফিলিস্তিনি শিশুরা তাদের জীবন এবং ভবিষ্যৎ হারিয়েছে। একজন ফিলিস্তিনি মেয়ের স্কুলে যদি বোমা হামলা করা হয় এবং তার পরিবারের সদস্যরা নিহত হন তাহলে তার কোনও ভবিষ্যত থাকে না। ‘

মালালা ইউসুফজাই যখন ১৫ বছর বয়সি স্কুলছাত্রী ছিলেন তখন তার শিক্ষা আন্দোলনে ক্ষুব্ধ পাকিস্তানি ‘সন্ত্রাসীরা’ তার ওপর গুলি চালায়। এ ঘটনার পর তাকে যুক্তরাজ্যে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তিনি সুস্থ হন এবং মাত্র ১৭ বছর বয়সে সর্বকনিষ্ঠ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হন।

২০১২ সালের পর মালালা মাত্র দুবার পাকিস্তানে গেছেন। এবার নিয়ে তিনি তিনবারের মতো নিজ দেশ সফর করছেন।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরাইলে আকস্মিক হামলা চালায় হামাস। এর প্রতিবাদে সেদিন থেকেই ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় হামলা চালায় ইসরাইলি সেনাবাহিনী, যা আজও অব্যাহত আছে।

ইসরাইলের এই হামলায় নিহত হয়েছেন ৪৬ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি আর আহতের সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়ে গেছে।

সিরিয়া নিয়ে আলোচনা

ইউরোপ, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের শীর্ষ কূটনীতিকরা সৌদি আরবে

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করার জন্য সৌদি আরবে মিলিত হয়েছে পশ্চিমা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন রাষ্ট্রের শীর্ষ কূটনীতিকরা। গত মাসে সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের পতনের পর এই ইস্যুতে এটিই প্রথম আঞ্চলিক বৈঠক। সৌদি রাষ্ট্রীয় সংবাদসংস্থা এসপিএ জানিয়েছে, সিরিয়ার নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদ হাসান আল-শাইবানি শনিবার সন্ধ্যায় রিয়াদে এসে পৌঁছেছেন। এছাড়া বৈঠকে সৌদি আরব, মিসর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, বাহরাইন, ইরাক, জর্ডান, লেবানন এবং তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরাও উপস্থিত থাকবেন। তারা বৈঠকে আঞ্চলিক অবস্থান তুলে ধরবেন।

বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডার সেক্রেটারি অফ স্টেট জন বাস, জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক এবং ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামিও অংশগ্রহণ করবেন। হায়াত তাহরির আল-শামের (এইচটিএস) নেতৃত্বে সিরিয়ার নতুন প্রশাসন দামেস্কে আন্তর্জাতিক তহবিল প্রবাহে সহায়তা করার জন্য পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান জানানোর পর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিংস কলেজ লন্ডনের প্রভাষক বিশ্লেষক রব গেইস্ট পিনফোল্ড আল জাজিরাকে বলেছেন, বাইডেন প্রশাসন এবং ইউরোপীয় দেশগুলো নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার অথবা অন্তত নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করার ক্ষেত্রে এইচটিএস যে দিকে যেতে চায়, সেদিকেই এগোচ্ছে।’ তিনি আরো বলেন, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে যে তারা জ্বালানি সরবরাহের জন্য সরকারি খাতের কর্মীদের বেতন দেয়ার মতো বিষয়গুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করবে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’ তিনি আরো বলেন, ‘এই নিষেধাজ্ঞাগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই ছিল গৌণ নিষেধাজ্ঞা, যার অর্থ হলো সিরিয়ার সাথে ব্যবসা করার জন্য কেবল মার্কিন নাগরিক বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকেই নিষেধাজ্ঞা দেয়া হবে না। বরং অন্যান্য দেশ বা তৃতীয় পক্ষকেও নিষেধাজ্ঞা দেয়া হবে।’

নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্তি

বাশার আল আসাদের পতনের পর সোমবার ছয় মাসের জন্য সিরিয়ার শাসকদের সাথে লেনদেনের জন্য নিষেধাজ্ঞা থেকে অব্যাহতি ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এতে মানবিক সহায়তার প্রবাহ সহজ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। জার্মানি, ইতালি এবং ফ্রান্স সম্প্রতি সিরিয়ার উপর ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার জন্য চাপ দিচ্ছে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেবল পুরো ব্লক থেকেই আসতে পারে।

ইইউর শীর্ষ কূটনীতিক কাজা কালাস রোববার রিয়াদে সাংবাদিকদের বলেছেন, ত্রাণের সম্ভাব্য অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে সেসব নিষেধাজ্ঞা, একটি দেশ গঠনে যা বাধা সৃষ্টি করছে। এর মধ্যে ব্যাংকিং পরিষেবাগুলোতে অ্যাক্সেস অন্যতম। জার্মানির বেয়ারবক রোববার বলেছেন, সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় ‘গুরুতর অপরাধ’ করা আল-আসাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকা উচিত। ৮ ডিসেম্বর কঠোর আক্রমণের মধ্য দিয়ে আল-আসাদকে উৎখাত করা হয়। ওই হামলায় নেতৃত্বদানকারী এইচটিএস একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে। তারা আল-শাইবানিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত দিয়েছে। এই বৈঠকে সিরিয়ার নতুন শাসক এবং শীর্ষ পশ্চিমা কর্মকর্তারা প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করবেন। এর নেতৃত্বে থাকবে সৌদি আরব। বৃহস্পতিবার রোমে সিরিয়া নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইইউর শীর্ষ কূটনীতিকদের একটি বৈঠক এবং ডিসেম্বরে জর্ডানে আয়োজিত একটি ঐতিহাসিক বৈঠকের পর এটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে আঞ্চলিক নেতারা সিরিয়ার নতুন শাসকদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে তাদের কী করতে হবে, তা নির্দেশ করে।

সিরিয়াকে ৫১ মিলিয়ন ডলার সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা জার্মানির

আপনজন ডেস্ক: মানবিক সহায়তার জন্য যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়াকে ৫০ মিলিয়ন ইউরো (৫১.৩ মিলিয়ন ডলার) দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জার্মানি।

রোববার (১২ জানুয়ারি) সৌদি আরব আয়োজিত সিরিয়া সম্পর্কিত শীর্ষ বৈঠকের ফাঁকে এ ঘোষণা দেন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক।

বেয়ারবক বলেন, সিরীয়দের এখন দ্রুত লভ্যাংশ প্রয়োজন। আমরা সিরিয়ায় তাদের জন্য সহায়তা অব্যাহত রাখছি, যাদের কিছুই নেই।

এক প্রেস ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী বলেন, আমরা খাদ্য, জরুরি আশ্রয় এবং চিকিৎসা সেবার জন্য আরও ৫০ মিলিয়ন ইউরো দেব। কারণ আমরা জানি কেবল লক্ষ লক্ষ লোক ভুগছে না, তারা পর্যাপ্ত খাবারও পায়নি। সেখানে শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা নেই। আমরা এটাও জানি, নতুন বাস্তুচ্যুতি নারী ও শিশুদের ওপর প্রভাব ফেলেছে।

তিনি বলেন, সবার জন্য শান্তিপূর্ণ উত্তরণে অবদান রাখতে আমরা সিরিয়ার জনগণের পাশে থাকব।

এই সহায়তা কেবল সিরিয়ার লোকদের সাহায্য করার জন্যই নয় বরং জার্মানি এবং পুরো ইউরোপের নিরাপত্তায় বিনিয়োগ হিসাবেও কাজ করে।

এ সময় সিরিয়ার অসংখ্য অমীমাংসিত সমস্যা নিয়ে ‘একসাথে আলোচনা করার জন্য’ সৌদি আরবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

পুড়ছে লস অ্যাঞ্জেলেস, প্রাণহানি বেড়ে ১৬

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের লস অ্যাঞ্জেলেসে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকা দাবানল নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। ইতোমধ্যে দাবানলে পুড়ে গেছে বিস্তীর্ণ এলাকা।

রোববার (১২ জানুয়ারি) বিবিসি ও কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এখন পর্যন্ত ১৬ জনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি মেডিকেল এক্সামিনার বা করোনারের কার্যালয় দাবানলের কারণে নিহতদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। তবে তালিকায় নিহতদের বিস্তারিত পরিচয় বা বিবরণ দেওয়া হয়নি। নথিতে বলা হয়েছে, দাবানলের কারণে নিহতের মধ্যে প্যালিসেডস ফায়ার জোনে ৫ জন এবং ইটন ফায়ার জোনে ১১ জন পাওয়া গেছে। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য মরিয়া চেষ্টা করছে। আগুন লাগা পাহাড়গুলোতে হেলিকপ্টার থেকে পানি ছোড়া হচ্ছে এবং অগ্নিপ্রতিরোধক দিয়ে পালিসেইডসের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা হচ্ছে। তবে দ্রুত গতির আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ফায়ার হাইড্রেন্টগুলোতে পানি না থাকা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। এনিয়ে কর্মকর্তারা চাপের মুখে পড়েছেন। বিবিসি বলছে, প্যালিসেডসের অন্তত ২৩ হাজার একর এলাকা পুড়ে গেছে। মান্ডেভিলে ক্যানিয়ন পর্যন্ত ছড়িয়েছে এই আগুন। ফলে ব্রেন্টউডের বিভিন্ন এলাকায় লোকজনকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই এলাকায় প্রখ্যাত অভিনেতা আর্নল্ড শোয়ের্জনিগার, ডিজনির প্রধান নির্বাহী বব ইগার ও এনবিএ তারকা লেবরন জেমসের বাড়ি রয়েছে। এ ছাড়া যেসব এলাকা থেকে লোকজনকে সরতে বলা হয়েছে সেখানে গেটি সেন্টারও আছে। এটি একটি হিলটপ মিউজিয়াম।

সেখানে প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার শিল্পকর্ম আছে। এর মধ্যে ভ্যান গঁগ, রুবেনস, মনেট ও ডেগাসের শিল্পকর্মও আছে। তবে এখন পর্যন্ত সেই ভবনের কোনও ক্ষতি হয়নি। প্যালিসেডসের পর সবচেয়ে বেশি আগুন লেগেছে ইটন এলাকায়। সেখানে ১৪ হাজার একর এলাকা পুড়ে গেছে। অন্যদিকে কেনেথ ও হার্স্ট এর ছোট দুটি আগুন দমকল কর্মীরা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে।

ওদিকে আবহাওয়া বিভাগ শনিবার ও রোববার বাতাস বাড়তে পারে বলে আগেই সতর্ক করেছিল। ক্যালিফোর্নিয়ার কাছাকাছি সাতটি রাজ্য, ফেডারেল সরকার, কানাডা ও মেক্সিকো প্রয়োজনীয় সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। আগুনের কোনও কারণ এখনো জানা যায়নি। যে দুটি এলাকায় বড় ধরনের আগুন লেগেছে তা এক করলে ম্যানহাটনের দ্বিগুণ হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজা থেকে দ্রুত ‘সেনা সরিয়ে নিতে’ প্রস্তুত ইসরাইল

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা থেকে দ্রুতই নিজেদের সেনা প্রত্যাহারের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে ইসরাইল। সম্প্রতি হামাসের সঙ্গে বন্দি বিনিময় আলোচনায় অগ্রগতি হওয়ার পর শনিবার এ অনুমোদন দেয় দখলদার সরকার। রোববার ইসরাইলি দৈনিক হারেৎজ-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আলোচনায় অগ্রগতির পর সেনাদের দ্রুত প্রত্যাহারের জন্য বেশ কয়েকটি পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে ইসরাইলি সামরিক বাহিনী। পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে নেটজারিম করিডোর ব্যবহার করে সেনা প্রত্যাহারের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত ছিল। যা গাজাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে। যদিও গাজায় এরই মধ্যে ব্যাপক অবকাঠামো ও অবস্থান গড়ে তুলেছে ইসরাইলি সেনাবাহিনী। তবুও তারা বলেছে যে, তারা তাদের ‘সেনা সরিয়ে নিতে প্রস্তুত’ এবং সরকারের সঙ্গে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ গোষ্ঠীর (হামাস) যেকোনো চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়ন করবে।

তবে ইসরাইলি সেনাবাহিনী ঠিক কবে নাগাদ তাদের সেনা সদস্যদের গাজা থেকে সরিয়ে নেবে, সে বিষয়ে কোনো তথ্য জানায়নি ইসরাইলি সংবাদমাধ্যমটি।

এর আগে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছিল যে, আলোচনার জন্য গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের প্রধান ডেভিড বার্নেয়া এবং শিন-বেতের প্রধান রোনেন বারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল কাতারে পাঠানো হবে।

সেই মোতাবেক ইসরাইলের ওই দুই প্রতিনিধি আলোচনার জন্য শনিবার কাতারে পৌঁছান। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু অবশ্য ওই ঘোষণা দেওয়ার আগে যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

এদিকে ইসরাইলি সংবাদমাধ্যম ইয়েদিওথ আহরোনথের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে বন্দি বিনিময় চুক্তির ৯০ শতাংশ বিবরণ ইতোমধ্যেই চূড়ান্ত হয়েছে।

তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত তেমন কিছুই জানায়নি গণমাধ্যমটি।

এদিকে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গাজায় অব্যাহত ইসরাইলি হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ২৮ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এই হামলাগুলো গাজার স্কুল-আশ্রয়কেন্দ্রগুলোকেও লক্ষ্যবস্তু করেছে।

মন্ত্রণালয়টির মতে, এ নিয়ে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজায় ইসরাইলি গণহত্যা শুরুর পর থেকে অন্তত ৪৬,৫৬৫ ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১,০৯,৬৬০ জন আহত হয়েছেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১৭মি.

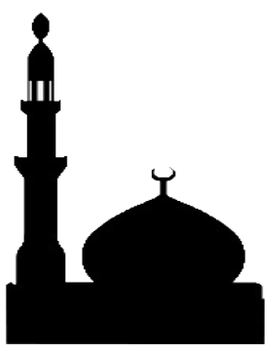

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৪	৬.১৯
যোহর	১১.৫০	
আসর	৩.৩৬	
মাগরিব	৫.১৭	
এশা	৬.৩০	
তাহাজ্জুদ	১১.০৬	

পোপ ফ্রান্সিসকে বাইডেনের প্রেসিডেন্সিয়াল মেডাল প্রদান

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন পোপ ফ্রান্সিসকে প্রেসিডেনশিয়াল মেডাল অব ফ্রিডম উইথ ডিস্টিংকশন প্রদান করেছেন। এটি মার্কিন প্রেসিডেন্টের দেওয়া সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান, যা বিশ্বজুড়ে অনন্য অবদানের জন্য প্রদান করা হয়। শনিবার (১১ জানুয়ারি) হোয়াইট হাউস এক বিবৃতিতে জানায়, প্রেসিডেন্ট বাইডেন পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় এই পুরস্কার প্রদান করেন।

ইয়েমেনে পেট্রল পাম্পে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, বহু হতাহত

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেনের কেন্দ্রীয় আল-বায়দা প্রদেশে একটি পেট্রল পাম্পের জ্বালানি সংরক্ষণ ট্যাঙ্কে শনিবার (১১ জানুয়ারি) ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়েছে। এতে এখন পর্যন্ত অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ৬৫ জন। স্থানীয় গভর্নরের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে সিনহুয়া। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রদেশটির জাহের জেলার পেট্রল পাম্পটির প্রাঙ্গণের মধ্যেই জ্বালানি ট্যাঙ্কটির অবস্থান ছিল। শক্তিশালী এ বিস্ফোরণে পেট্রল পাম্প ও সংলগ্ন এলাকার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রয়টার্স বলছে, পেট্রল পাম্পটিতে বিস্ফোরণের সময় অনেক গ্রাহক ছিলেন। বিস্ফোরণের পর সেখানে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পুরো এলাকাজুড়ে আগুন জ্বলতে থাকে।

ইতোমধ্যে আহতদের স্থানীয় হাসপাতালগুলোতে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কারও অবস্থা সঙ্কটজনক কিনা, তাৎক্ষণিভাবে তা জানা যায়নি।

তবে ঠিক কী কারণে এই বিস্ফোরণ ঘটেছে তাও স্পষ্ট নয়।

বিস্ফোরণের কারণ জানতে কর্তৃপক্ষ তদন্ত শুরু করেছে।

‘ওয়োক মাইন্ড ভাইরাস’ ধ্বংস করতে টুইটার কেনেন ইলন মাস্ক

আপনজন ডেস্ক: ইলন মাস্ক টুইটার (বর্তমানে এক্স) কিনেছেন তথাকথিত ‘ওয়োক মাইন্ড ভাইরাস’ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে। তিনি বিশ্বাস করেন, আধুনিক সমাজের বিভিন্ন সমস্যার পেছনে এই ‘ওয়োক মাইন্ড ভাইরাস’ দায়ী।

‘ওয়োক মাইন্ড ভাইরাস’ একটি বিস্তৃত শব্দযুগল, যা চরম উদারপন্থী নীতিমালা ও দর্শনের সমালোচনার জন্য কিছু রক্ষণশীল মহলে ব্যবহৃত হয়।

শনিবার (১৩ জানুয়ারি) এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে ইলন মাস্ক লেখেন, ‘২০২১ সালে আমি ওয়োক মাইন্ড ভাইরাস ধ্বংস করার সংকল্প করেছিলাম এবং এখন এটি মুছে গেছে।’ পোস্টের সঙ্গে তিনি ২০২১ সালের একটি পুরোনো পোস্ট শেয়ার করেন, যেখানে লেখা ছিল ‘ট্রেসরুট ওয়োক মাইন্ড ভাইরাস’।

পোস্টের মন্তব্যে একজন ব্যবহারকারী প্রশ্ন করেন, ‘এটাই কি টুইটার কেনার প্রধান কারণ ছিল?’ জবাবে মাস্ক সরাসরি বলেন, ‘হ্যাঁ।’

মাস্ক প্রায়ই ‘ওয়োক মাইন্ড ভাইরাস’-এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকেন। এটি এমন একটি শব্দগুচ্ছ, যা ট্রান্সজেন্ডার নীতিমালা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বিধিনিষেধ, এবং কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতার বদলে বৈচিত্র্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মতো চরম উদারনৈতিক অবস্থান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আল - আমীন ফাউন্ডেশন

বালক ও বালিকা বিভাগে পৃথক ক্যাম্পাসে ভর্তির সুযোগ

ভর্তি পরীক্ষা (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী) ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ চলছে

যোগাযোগ: ৬২৯৬৩০৭৭৯৭ / ৯৯৩২২৪৯১১৮ / ৯৭৩৩৭১৫২৫৫ / ৮৪২০০৫৮৯৩৬

প্রথম নজর

হাক্কানী আঞ্জুমানের উরস মোবারকে বিশ্বজুড়ে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা

হাসিবুর রহমান ● ক্যানিং

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার হোমড়া গ্রামে হাক্কানী আঞ্জুমানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ওরস মোবারক ও প্রার্থনা সভা। উনিশ শতকের প্রখ্যাত ইসলাম প্রচারক ও শান্তির বাহক সুফি সাধক মাওলানা মুক্তি আজানগাছী রহমাতুল্লাহ বর্তমান গদ্দি-নশীন পীর মাস্টার মশায়ের জন্ম হোমড়া গ্রামের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হল ওরস মোবারক। এই ওরস মোবারকের রাজ্য এবং রাজ্যের বাইরে থেকে প্রায় লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে সকল মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে কোরআন ও হাদিসের উপরে বক্তব্য রাখেন । একাধিক আলেম ওলামা বক্তব্য থেকে উঠে আসে কোরানে মহান আল্লাহর নির্দেশ এবং হাদিসের বাণী প্রচার করার জন্য সেই সঙ্গে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তার উপরে জোর দেন। এদিনের ওরস মোবারক এ শিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকাত মোল্লা। তিনি বলেন ইসলাম শান্তির বাহক আজ দক্ষিণ ২৪ পরগনার হোমড়া গ্রামে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল মানুষের উপস্থিতি এটা আমাদের গর্বের বিষয় আমরা সর্বসময় এই সভার সার্বিক সহযোগিতা করব উপস্থিত ছিলেন হাক্কানী আঞ্জুমানেরএর আলেম ওলামা ও খাদেম গনের মধ্যে মাওলানা আরিফ হোসেন, মাওলানা আমিনুর রহমান, মাওলানা বাবর মোল্লা, মাওলানা আব্দুল্লাহ সরদার, মাওলানা মিজানুর রহমান, মাওলানা আজিজুল হক, মাওলানা মাহফুজুর রহমান, বলনা খুরশিদ আলম, ডক্টর আবু বক্কর প্রমুখ এই অনুষ্ঠানে এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে প্রশাসনিক তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো।

শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ নিয়ে অনুষ্ঠান

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: দিনাজপুর বিএড কলেজ, দোমোহনা ডি এড টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং দোমোহনা ফার্মার্সি কলেজের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হল দশম তম বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। প্রতিবছরের মতো এবারও এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা তাদের সাংস্কৃতিক দক্ষতা তুলে ধরে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। কলেজের সেক্রেটারি হাজিকুল ইসলাম জানান, “সারাবছরের কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা যা শিখেছে, তা আজ মঞ্চে তুলে ধরেছে।” অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেহা পারভীন, গল্পখোর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও, পঞ্চায়েত প্রধান এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা। সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও দলবদ্ধতাকে উৎসাহিত করার এই আয়োজন অতিথিদেরও মন জয় করে। অনুষ্ঠান শেষে বক্তারা শিক্ষার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক চর্চার গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন।

দারুল উলুম দেওবন্দে প্রথম অসমের হাসান

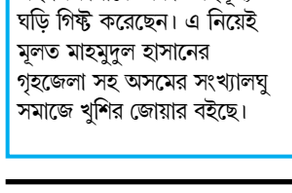

মহবুবুর রহমান ● করিমগঞ্জ

আপনজন: বিশ্ব বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন আসামের প্রান্তিক জেলা করিমগঞ্জের মাওলানা মাহমুদুল হাসান। উল্লেখ্য, আসাম রাজ্যের করিমগঞ্জ (বর্তমান শ্রীভূমি) জেলার ফকিরবাজারের সুসন্তান মাওলানা মাহমুদুল হাসান গতবছর দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় বিশ্বের হাজার হাজার ছাত্রকে টেক্কা দিয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন। যার পুরস্কার গত বৃহস্পতিবার মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের তরফে তাঁকে অমূল্য সকল ইসলামী আকর গ্রন্থাদি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে।যার বাজার মূল্য প্রায় ঊনষাট হাজার টাকা। উপরন্তু আমিরুল হিন্দ মাওলানা আরশাদ মাদানি: কৃতি এই শিক্ষার্থীকে একটি বহুমূল্য ঘড়ি গিফ্ট করেছেন। এ নিয়েই মূলত মাহমুদুল হাসানের গৃহজেলা সহ অসমের সংখ্যালঘু সমাজে খুশির জোয়ার বইছে।

প্রাইমারি স্কুলের ক্যালেন্ডার প্রকাশ

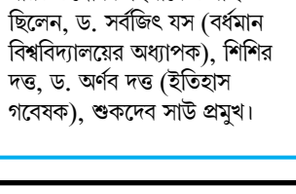

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: প্রকাশিত হল হাওড়ার উলুবেড়িয়ার বাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক ক্যালেন্ডার। বর্তমান পরিস্থিতিতে সামাজিক অবক্ষয় ও পরিবেশ দূষণে সংকট ময় পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় তথা শিক্ষকদের দায়িত্ব অনেক। বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান তাই বিদ্যালয় তার সামাজিক দায়বদ্ধতা এড়িয়ে যেতে পারে না। আগামীর দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ার লক্ষ্যেসারা বছরের কর্মসূচির একটি তালিকা তৈরি করে বাৎসরিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করে আসছে বিগত কয়েক বছর ধরে। যার ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের বিভিন্ন সচেতনতা মূলক বিষয়ে সক্রিয় ভাবে করা হয়। এছাড়া অভিভাবক ও সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও সচেতন করা যায়। উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ড. সর্বজিৎ যস (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক), শিশির দত্ত, ড. অর্ণব দত্ত (ইতিহাস গবেষক), শুকদেব সাউ প্রমুখ।

বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের ট্যাপ কল, তবুও এক বিন্দুও জল পড়েনি আদিবাসী গ্রামে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: কুয়োর নোংরা জল খাচ্ছে গোটা গ্রাম। তিন বছর আগে ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পানীয় জলের ট্যাংক বাড়ি বাড়ি রয়েছে জলের ট্যাপ কল। আজও এক বিন্দুও জল পড়েনি ট্যাব কল দিয়ে। জল কষ্টে সোনামুখীর দক্ষিণশোল গ্রাম। এজেন্সির গাফিলতির জন্য এই সমস্যা দাবি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের । বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের বিজেপি পরিচালিত মানিকবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিবাসী অধ্যুষিত দক্ষিণশোল গ্রাম । গ্রামে রয়েছে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ টি পরিবার । গ্রামে দীর্ঘদিন ধরেই পানীয় জলের সমস্যায় গ্রামবাসী । স্থানীয় প্রশাসনকে বারংবার পানীয় জলের দাবি জানানোর পর ২০২২ সালে গ্রামের মাঝে ৩৬ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ব্যয় পশ্চিমবঙ্গ জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পক্ষ থেকে জল জীবন মিশন প্রকল্পে একটি মিনি নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা হয় । প্রত্যেকটা বাড়ি বাড়ি লাগানো হয় ট্যাপ কল । গ্রামবাসীদের অভিযোগ , এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত ট্যাপ কল দিয়ে এক বিন্দুও জল পড়েনি। বাধ্য হয়েই গ্রামের মাঝে থাকা একটি কুয়োর নোংরা জল পান করেই দিন গুজরান করছে গ্রামের মানুষজন । গ্রামবাসীরা জানান এই কুয়োর জলেই জামাকাপড় থেকে বাসনপত্র ধোয়া গবাদিপশুর পানীয় জল সংগ্রহ করা হয় । গ্রামবাসীরা আরো জানান , এই জল খেয়ে প্রতি মাসে এক দুবার করে শরীর খারাপ হয় অধিকাংশ মানুষের । এই পানীয় জল খেয়ে আতঙ্কে থাকেন গ্রামের মানুষজন । স্থানীয় বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রদীপ মাল জানান গ্রামবাসীরা কুয়োর জল খাচ্ছে এই বিষয়টা তার জানা এটা খুবই দুঃখের বিষয় । ২০২২ সালে রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের প্রকল্প কেন বাস্তবায়ন হল না এই প্রকল্পের টাকা কোথায় গেল তার জবাবদিহি করতে হবে । তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রীর জল জীবন মিশন প্রকল্প চালু রয়েছে মানিকবাজার পঞ্চায়েতেও ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে আগামী তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়া হবে । অন্যদিকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর বিষ্ণুপুর মহকুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সুকান্ত চক্রবর্তী বলেন , ওই গ্রামে যে জলের ট্যাংক এবং পাইপ লাইনের কাজ করেছে যে সংস্থা তারা খুবই ধীরগতিতে কাজ করছে । এজেন্সির গাফিলতির জন্যই ওই গ্রামে জল পৌঁছায়নি । এই সংস্থার বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিকবার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একাধিকবার চিঠি করা হয়েছে দ্রুত গতিতে কাজ সম্পন্ন করার জন্য। তবে বিষয়টি অতি তৎপরতার সাথে দেখা হবে যাতে করে এক সপ্তাহের মধ্যে গ্রামের মানুষ জল পায় ।

পিস-এর জেলা সম্মেলনে ওয়াকফ সহ সংখ্যালঘু বিষয় নিয়ে অলোচনা

সন্ন্যাসী কাউরী ● খড়গপুর

আপনজন: প্রগ্রেসিভ এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এম্পাওয়ারমেন্ট (পিস) এর ১১তম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান আদর্শ বিদ্যালয়ে। বেলা ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত রাজ্যের জ্বলন্ত ইসুগুলিকে সামনে রেখে ম্যারাথন আলোচনা সভা চলে। উপস্থিত ছিলেন পিস সংগঠনের সভাপতি তথা বঙ্গবাসী কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল হাদি, গুসকরা মিউনিসিপালিটির এক্সিকিউটিভ অফিসার মোহাম্মদ মুরজল শেখ, সংগঠনের সম্পাদক ওমর ফারুক, সহ-সম্পাদক ডঃ সাজ্জাদ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ তৌহিদ আহমেদ খান, সর্বশিক্ষা মিশনের পূর্ব বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর তাহের আলী সেখ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. গিয়াস উদ্দিন সিদ্দিকী, সংগঠনের ইসি মেম্বারগন যথা আশানুর মল্লিক, মোঃ হযরত আলী, শেখ মনিরুল ইসলাম মন্ডল, হাসিবুর রহমান , মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম এবং দূর-দূরান্ত থেকে আগত বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে কর্মরত সরকারি আধিকারিকগণ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ আরম্ভ করেন শিক্ষক মাওলানা ওসমান গনি সাহেব। এই সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন গুস্করা মিউনিসিপালিটির এক্সিকিউটিভ অফিসার মোহাম্মদ মুরজল সেখ, স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে সভাপতি আব্দুল হাদী সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য আহব্বান জানান। সংগঠনের সম্পাদক ওমর ফারুক পিস সংগঠনের গুরুত্ব এবং বর্তমান জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে গভীর আলোচনা করেন। ওয়াকাফ সমস্যা এবং জে পি সি এর রাজ্যে আগমনের বিষয়ে আলোচনা করেন তৌহিদ আহমেদ খান। এছাড়াও সর্বশিক্ষা মিশনের বর্ধমান জেলার কো-অর্ডিনেটর তাহের আলী শেখ তার মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সঞ্চালক হিসাবে ছিলেন প্রধান শিক্ষক শেখ শাহজাহান এবং শিক্ষক সেখ জাকির হোসেন। সাংগঠনিক আলোচনা সমাপ্ত করে ২৬ জন সদস্য বর্ধমান জেলা কমিটিতে স্থান পেয়েছেন। জেলা সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সেখ তাহের আলী এবং সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন সেখ জাকির হোসেন। পরিশেষে সভার সভাপতি পরবর্তী জেলা মিটিং নির্ধারিত হয় আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫ হুগলি জেলায়।

মক্তবি শিক্ষার মধ্য দিয়ে ইসলামের বিকাশ ঘটাতে দ্বীনিয়াত অনুষ্ঠান

আজিজুল হক ● সোনারপুর

আপনজন: ফুলের মত শিশুদের মধ্যে ইসলামের সৌরভ সৌরভূত করার লক্ষ্যে ‘দ্বীনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তবের’ মক্তবি শিক্ষার মধ্য দিয়ে ২০ হাজার শিশুদের বিকাশে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছে এটাই বড় কাজ। সেই সঙ্গে হাজি জানে সেখ কলেবর সমৃদ্ধ সুদৃশ্য ‘আবাবিল’ পত্রিকা প্রকাশ ও শিশুদের মধ্যে প্রতিভা বিকাশে ইসলামিক বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এক গৌরবময় ভূমিকা পালন করল সাউথ বেঙ্গল দ্বীনিয়াত চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ।’ রবিবার সোনারপুর থানার কামাল গাজীতে জয় হিন্দ অডিটরিয়ামে বাংলা দ্বীনিয়াত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা ব্যক্ত করেন রাজ্যের সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান তথা পুবের কলম পত্রিকার সম্পাদক আহমদ হাসান ইমরান। অডিটোরিয়ামে লোক সমাগমে পূর্ণ সম্মেলনে আহমদ হাসান ইমরান তার বক্তব্যে আরো জানান, জাহান জুড়ে ইসলাম ধর্মের প্রচার, প্রসার ও ব্যাপ্তিতে নারীদের ভূমিকা অনেক। ইসলামের বিকাশে বিশেষ করে তিন নারীর ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন মা খাদিজা রা:, মা সুমাইয়া রা: এবং মা আয়েশা সিদ্দিকার রা:। মা খাদিজা প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মা সুমাইয়া প্রথম নারী শহীদ এবং মা আয়েশা সিদ্দিকা হয়রতের অত্যন্ত সহযোগী ছিলেন। তাগের মধ্যে দিয়ে তিনি হযরতের জীবনের অনেকটাই কভার করেন। তাদের আত্মত্যাগ ইসলামের ব্যাপ্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রকৃত অর্থে মেয়েরা ছাড়া ইসলাম এগোতে পারে না। যে সমাজের ছেলে ও মেয়েরা শিক্ষিত হয় সেই সমাজ এগোতে থাকে।তিনি আরো জানান, গাজায় শিশু ও নারীদের যে অবর্ণনীয়ভাবে হত্যা করা হচ্ছে তা নিন্দনীয়। হত্যা হওয়া কাফন আবৃত শিশুদের দেখে মায়েদের বুকফাটা কান্না থাকলেও ইসলাম ধর্মের প্রতি তাদের মধ্যে অগাধ ভালোবাসা। কান্নারত মায়েরা বলছেন- আরও যদি সন্তান আমাদের থাকতো আমরা আল্লাহর পথে এগিয়ে দিতাম। সম্মেলনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ১১ টা জোনের ছাএ- ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। সেই সঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি ও বীরভূম জেলার মোট ৩৫ জন ছাত্রছাত্রী ফাইনাল প্রেজেন্টেশনে অংশ নেন। হাজি মুহসিন সরদার, হাজি আকরাম, হাজি আব্দুল আজিজ, হাজি শেখ জানে আলম, হাজি নাসির উদ্দিন মন্ডল ,হাজি দরবেশ আলি লস্করের, হাজি খায়ের সাহেবদের পরিচালনায় এই মক্তব স্থাপনের কাজ চলছে। সাউথ বেঙ্গল ট্রাস্ট এর মাধ্যমে প্রায় ২২৫ টা দ্বীনিয়াত মক্তব খোলা হয়েছে। কুড়ি হাজার ছাত্রছাত্রী সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয় গুলি শিখছে। চারজন পরিদর্শক সহ বহু জিম্মাদার এই কাজে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে চলেছেন। দ্বীনিয়াতের সিলেবাসে যেমন ধর্মের শিক্ষা দেওয়া হয , তেমনি সুনাগরিক এবং দেশের প্রতি দায়িত্ববোধের শিক্ষা দেওয়া হয় বলে জানান উক্ত ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা হাজি দরবেশ আলি লস্কর। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মোটিভেটরের ড. মুফতি সাজিদ বেলিম ফালাহি, অল ইন্ডিয়া কোরআনের আলো সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা মুফতি মমতাজ কাসেমী, বিধায়ক ফেরদৌসী বেগম, পৌরসভার কাউন্সিলর নজরুল ইসলাম মাওলানা সাইফুল্লাহ কাসেমী, রাজ্য ইমাম সমিতির সভাপতি মাওলানা জিয়াউর রহমান লস্কর, মুফতি মুসলিম, মাওলানা শেখ লিয়াকত আলি, মাওলানা শামসুদ্দোহা কাসেমী প্রমুখ।

বেলুড় মঠে স্বামীজির জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: ১২ জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মদিবস ও ৪১তম জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে রবিবার সকাল থেকেই বেলুড় মঠে ভক্ত সমাগম হয়েছে। ভোর পাঁচটায় স্বামী বিবেকানন্দের মন্দিরে মঙ্গলারতির মধ্যে দিয়ে পূজাপাঠ শুরু হয়। সকাল থেকেই বিভিন্ন স্কুল, ক্লাব ও বেলুড় মঠের শাখা সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রভাতফেরির মাধ্যমে পড়ুয়া ও শিক্ষার্থীরা যুব দিবসে বেলুড় মঠে উপস্থিত হন। তারা স্বামীজীর ছবি সম্বলিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে। এই উপলক্ষ্যে মূল মন্দিরের বাঁদিকে অস্থায়ী মন্ডপে স্বামীজির আবির্ভাব দিবসে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

দুই মন্ত্রীর উপস্থিতিতে শুরু হল অশোকনগর উৎসব ও জেলা বইমেলা

এম মেহেদী সানি ● অশোকনগর

আপনজন: বর্ণাঢ্য সূচনা হল তৃতীয় অশোকনগর উৎসব ও ৩৬ তম উত্তর ২৪ পরগনা জেলা গ্রন্থ মেলার। রবিবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তীতে মূল মঞ্চে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন রাজ্যের মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়। অশোকনগর উৎসবে এবার বাড়তি সংযোজন জেলা গ্রন্থমেলা যেটির ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। অশোকনগরের বিধায়ক ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামীর পৌরহিত্যে আয়োজিত এ দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, জেলাশাসক শরৎকুমার দ্বিবেদী, অশোকনগর কল্যাণগড় পৌরসভার পৌরপ্রধান প্রবোধ সরকার, হাবরা ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেহাল আলী, হাবরা ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রতন দাস, সহ অন্যান্য আধিকারিক এবং বিশিষ্টজন। অশোকনগর কচুয়া মোড় থেকে হরিপুর ময়দান পর্যন্ত বর্ণাঢ্য পদযাত্রার মধ্যে দিয়ে উদ্বোধন হয় এই উৎসবের। শিশু-কিশোরদের সঙ্গে পদযাত্রায় অংশ নেন বিধায়ক নারায়নও। এ দিনের উদ্বোধক শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় বিধায়ক নারায়ণ প্রশংসা করে বলেন, ‘নারায়ন একজন দক্ষ সংগঠক।’ মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণায় আয়োজিত মেলার মাধ্যমে মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে তিনি মমতার প্রশংসা করেন। এদিন মেলার উদ্বোধন করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি জানান, ‘সরকারের তরফ থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে জেলা ছাড়াও মহকুমা বা শহর গুলিতেও হোক বইমেলা।’ আগের থেকে বইমেলা প্রাণ পেয়েছে বলেও মনে করেন তিনি। বলেন, ‘পাঠক পাঠিকা বাড়ায় ব্যবসায়ীরাও সন্তুষ্ট। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কিভাবে বইমুখী করা যায় তারও প্রচেষ্টা চালাতে হবে।’ এরই পাশাপাশি এদিন প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ ইস্যুতে মুখ খোলেন রাজ্যের এই মন্ত্রী। সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতার দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি কেন্দ্র সরকারকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করান। সেক্ষেত্রে সীমান্ত সুরক্ষার ব্যর্থতার দায়ক কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপান মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। তিনি আরও বলেন, ‘প্রতিবেশী দেশে সংখ্যালঘু হিন্দু ভাইয়েরা অত্যাচারিত হলে তা দুঃখের। তবে সংবাদ মাধ্যমে যেভাবে প্রচার করেছে ততটাও হয়নি।’ বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসা বাণিজ্য বিপুল পরিমাণ ক্ষতি ঘটবে বলেও মনে করছেন সিদ্দিকুল্লাহ। তিনি বলেন, এই পরিস্থিতিতে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী তো তৎকালীন সময় গিয়েছিলেন বুক চিতিয়ে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কেন যান না সে প্রশ্নও তোলেন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ।

খাদি মেলার উদ্বোধন বোলপুরে, চলবে ১২ দিন

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূমের বোলপুরে ডাক বাংলো মাঠে রাজ্যে সরকারের পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ পর্ষদের আয়োজনে খাদি মেলা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এসআরডিএ চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল। খাদি মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ বস্ত্র বিভাগ দপ্তর এবং কারাগার মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ, বোলপুরের তৃণমূল সাংসদ অসিত মাল, বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পর্ণা ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ ও বিধায় ক নাকাশিপাড়া বিধানসভায় শ্রী কল্লোল খাঁ, বোলপুরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মেলার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করে অনুব্রত মণ্ডলকে সাংবাদিকদের প্রশ্ন বিগত দুবছরে জেলার প্রশাসনিক কাজে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী! আপনার সময় এই পরিবেশ তৈরি হয়নি। সেটা কিভাবে সম্ভব ? অনুব্রত মণ্ডল বলেন, মমতা ব্যানার্জি হাতকে শক্ত করা আমার কর্তব্য। এই দায়িত্বই অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। এছাড়াও এদিন ইলামবাজারে বীরভূম জেলায় সর্ববৃহৎ বিশ্বমানের পোশাক শিল্প কারখানা সূচনা করা হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাইক-লরি সংঘর্ষ, জখম দুই আরোহী

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: বাইক-লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন বাইক আরোহী দুই যুবক।রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ক্যানিং-গোলাবাড়ি রোডের যামিনী মোড় এলাকায়।স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছেন এদিন রাতে দুই যুবক বাইক চালিয়ে ক্যানিংয়ের দিকে আসছিলেন। সেই সময় একটি লরি হেড়োভাঙ্গার দিকে যাচ্ছিল। যামিনী মোড় সংলগ্ন এলাকায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।দুই বাইক আরোহী যুবক রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে যন্ত্রনায় কাৎরাচ্ছিলেন। স্থানীয় কয়েকজন যুবক তাদের কে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ওই দুই যুবকের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হলে চিকিৎসকরা কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। জানা গিয়েছে বাইক আরোহী দুই যুবক মতিয়ার রহমান লস্কর ও সালমান লস্কর এর বাড়ি নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের পাঙ্গাশখালি গ্রামে।

মাদার পাড়ায় ফ্রী মেডিক্যাল ক্যাম্প

বাইজিদ মন্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: প্রতিবছরের মতো এবারও মানব কল্যাণ পরিষদ মাদার পাড়ার পরিচালনায় পরপর দুই দিন ব্যাপি স্বেচ্ছায় রক্ত দান শিবির,ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প , পবিত্র কোরআন শরীফ বিতরণ শিবির,কম্বল বিতরণ,শাড়ি বিতরণ ও প্রায় ১০০ অনাথ বাচ্চাদের নতুন জামাকাপড় বিতরণ করা হয় আনুষ্ঠানিক ভাবে। এই সমগ্র সমূহ অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন মানবতার ফেরিওয়ালা ফাউন্ডেশন ও আল কোরান লন্ডন একাডেমী এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ প্রমুখ।মানব কল্যাণের সমস্ত সদস্য রা চায় তারা আগামী দিনে মানুষের সেবায় সব সময় কাজ করে যাবে সকলের দুয়া কামনা করে । এদিন এখানে উপস্থিত ছিলেন মানবতার ফেরিওয়ালা ফাউন্ডেশনের সভাপতি মিনহাজ সেখ এবং কোষাধ্যক্ষ অলিউল সেখ। আরও উপস্থিত ছিলেন আল কোরআন লন্ডন একাডেমীর রাজ্য সভাপতি মোঃ রাকিব হক সহ এলাকার বিশিষ্ট জনেরা। এমন উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানান এলাকার সর্বসাধারণ মানুষ।

বকুলতলায় সম্মাননা প্রদান

মিসবাহ উদ্দিন ● বকুলতলা

আপনজন: সুন্দরবন পালের চক কবি নজরুল স্মৃতি ফাউন্ডেশন আয়োজিত সমাজ বন্ধু অনন্য সম্মান অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের গুণী মানুষদের সম্মানিত করা হল। বকুলতলা আলোর দিশা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্ণধার ও সম্পাদক মোস্তাক মন্ডল বলেন, এদিন ফ্রী মেডিক্যাল ক্যাম্প, স্বেচ্ছায় রক্তদান,শীতবস্ত্র বিতরণ, প্রতিবন্ধী সরঞ্জাম বিতরণ সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে পূর্ব বর্ধমান জেলার পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী ড: স্বপন দত্ত বাউলকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় বলে জানান সংগঠনের সম্পাদক দাদা জালাল উদ্দিন শেখ।

২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কলকাতা বইমেলায় গৌরবময় উপস্থিতি

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ

*এবারের বইমেলার ম্যাসকট

আবারও

দেখা হবে

স্টল নং
৪০০
৭ ও ৮ নম্বর
গেটের কাছে

২৮ শে জানুয়ারি - ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বই মেলা প্রাঙ্গণ, করুণাময়ী, সল্টলেক

নতুন বই প্রকাশ করতে ইচ্ছুকরা যোগাযোগ করতে পারেন

আপনজন পাবলিকেশন

৬ নং কিড স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০১৬
ফোন- ৯৭৪৮৮৯২৯০২, ইমেল- aponzone@gmail.com

এক মিনিটের জন্য ২১ কোটি টাকা পেয়েছেন নেইমার

আপনজন ডেস্ক: ২০২৩ সালের গ্রীষ্মে পিএসজি থেকে নেইমারকে বিশাল অঙ্কে দলে ভেড়ায় সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল। সেই থেকে পেরিয়ে গেছে ১৮ মাস। কিন্তু চোটের কারণে বেশির ভাগ সময়েই মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে ব্রাজিলিয়ান তারকাকে। কত সময় বাইরে থাকতে হয়েছে, তার একটা ধারণা পাওয়া যায় এই ১৮ মাসে আল হিলালের হয়ে নেইমারের মাত্র সাতটি ম্যাচে মাঠে নামার হিসাবে।

কিছুদিন আগে শেষ হওয়া ২০২৪ সালে তো বলতে গেলে খেলেননিই নেইমার। পুরো পঞ্জিকাবর্ষে আল হিলালের জার্সিতে মাত্র দুই ম্যাচের জন্য মাঠে নেমেছিলেন নেইমার, ছিলেন মোটে ৪২ মিনিট। এই ৪২ মিনিট খেলে কী পরিমাণ অর্থ ব্যাংকে ভরেছেন নেইমার, সেটা জানলে চোখ কপালে উঠতে বাধ্য যে কারও। নেইমার চোটে পড়ে মাঠের বাইরে থাকলেও তাঁকে বেতন দেওয়া তো আর বন্ধ করতে পারেনি আল হিলাল! তাহলে যে চুক্তির খেলাপ হয়ে যেত। ফ্রান্সের সংবাদমাধ্যম ফুট মেরকাটোর তথ্য অনুযায়ী, গত বছর ৪২ মিনিট খেলেই ১০ কোটি ১০ লাখ ইউরো আয় করেছেন নেইমার।

যার মানে প্রতি মিনিটের জন্য নেইমার পেয়েছেন প্রায় ২৪ লাখ ইউরো। ভারতীয় মুদ্রায় যা ২১ কোটি টাকার ওপরে। হিসাবটা যদি সেকেন্ডে করা হয়, তাহলে আল হিলালের হয়ে ১ সেকেন্ডের জন্য ৩৫ লাখ টাকার বেশি করে পেয়েছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা! এসিএল চোটের কারণে নেইমার এখন মাঠের বাইরে। শোনা যাচ্ছে, নেইমারের সঙ্গে চুক্তি আর নবায়ন করবে না আল হিলাল। এত এত অর্থ দিয়ে শ্বেতহস্তী কোন প্রতিষ্ঠানই-বা কত দিন আর পুষতে চায়! তবে আল হিলাল চুক্তি নবায়ন না করলে নেইমার কোথায় যাবেন, তা এখনো স্পষ্ট নয়। মাঝে ইন্টার মায়ামিতে মেসি-সুয়ারেজদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার গুঞ্জন উঠলেও দলটির কোচ তা নাকচ করে দিয়েছেন। নেইমারের পরবর্তী গন্তব্য হতে পারে নিজের দেশেরই কোনো ক্লাব।

কিন্তু সৌদি আরব ছাড়ার আগে স্রেফ বসে বসেই (যদিও বাধ্য হয়েই) কামিয়ে যাচ্ছেন মিনিটে কোটি কোটি টাকা।

বিসিসিআইয়ের নতুন সচিব হলেন দেবজিৎ

আপনজন ডেস্ক: রবিবার বিসিসিআইয়ের বিশেষ সাধারণ সভায় (এসজিএম) ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সচিব ও কোষাধ্যক্ষ পদে দেবজিৎ সাইকিয়া ও প্রভতেজ সিং ভাটিয়ার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। বর্তমান যুগ্ম সম্পাদক শইকিয়া এবং এর আগে কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ভাটিয়া নিজ নিজ বিভাগে একমাত্র প্রার্থী হওয়ায় ব্যালট ভোটের প্রয়োজন হয়নি। নির্বাচনী আধিকারিক এ কে জ্যোতি ১০ মিনিট স্থায়ী এসজিএমে আনুষ্ঠানিকভাবে এই দুজনকে পদাধিকারী হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন।জয় শাহ এবং আশীষ শেলারকে বিভিন্ন কারণে তাদের পদ খালি করতে হয়েছিল বলে নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। গত ১ ডিসেম্বর আইসিসির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেওয়ার আগে ৩০ নভেম্বর পদত্যাগ করেন অমিত শাহ, গত মাসে মহারাষ্ট্রের মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরপরই পদত্যাগ করতে হয় শেলারকে। বিসিসিআইকে এখন আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে যুগ্ম-সচিব পদের জন্য নির্বাচন পরিচালনা করতে হবে, মুম্বাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (এমসিএ) সহ-সভাপতি সঞ্জয় নায়েককে এই বছরের শেষের দিকে এজিএম পর্যন্ত পূরণ করার দৌড়ে এগিয়ে থাকতে হবে।

১৯৯০-৯১ মৌসুমে অসমের হয়ে চারটি রঞ্জি ট্রফি খেলেছেন শইকিয়া। তবে ২০১৬ সালে অসম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনে পা রাখার পর থেকেই তাঁর বর্ণাঢ্য কেরিয়ার রয়েছে। গুয়াহাটির বর্ষাপারা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উন্নয়নে তিনি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছেন। আসাম সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেল হওয়ার সুবাদে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাও সুবিদিত। আগামীতে টেস্ট এবং ওয়ানডেতে ভারতের পুরুষ দলের রূপান্তর সম্পর্কে জাতীয় নির্বাচকদের সাথে তাকে একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। তরুণ উদ্যোগপতি ভাটিয়া, যার পরিবার মদের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, বিসিসিআই প্রশাসনের কাছে তিনি অপরিচিত নন। তিন বছর কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বাবার সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ২০১৬ সালে ছত্তিশগড়ে বিসিসিআইয়ের পূর্ণ সদস্যপদ পাওয়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন ভাটিয়া সিনিয়র বলদেব সিং।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দল ঘোষণায় নতুনত্ব আনল নিউজিল্যান্ড

আপনজন ডেস্ক: নতুন নতুন উপায়ে দল ঘোষণাতে নিউজিল্যান্ডের বিশেষ খ্যাতি আছে। গত ওয়ানডে বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের দল ঘোষণা করেছিলেন খেলোয়াড়দের পরিবার। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দল ঘোষণাতেও আছে নতুনত্ব। অলরাউন্ডার মিচেল স্যান্টনার, যিনি কি না চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে নিউজিল্যান্ডকে নেতৃত্ব দেবেন, তিনিই সবার নাম ঘোষণা করলেন। সবার সঙ্গে জুড়ে দিলেন একটি করে বিশেষণ। এই যেমন অলরাউন্ডার মাইকেল ব্রেসওয়েলকে 'বিস্ট', লকি ফার্গুসন 'থান্ডারবোল্ট'। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট হয়তো এবারের দল ঘোষণাটাকে খুব 'আড়ম্বরহীন' রাখতে চেয়েছে। স্যান্টনার শুধু ক্যামেরার ফ্রেমে ঢুকেছেন। ফাঁকা গ্যালারিতে বসে নামগুলো বলে গেছেন।

পাকিস্তানে ফেব্রুয়ারি-মার্চে হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টের দলে রাখা হয়েছে দুই বিশেষজ্ঞ পেসার বেন সিয়ার্স ও উইল ও'রুর্ককে। অলরাউন্ডার নাথান স্মিথও দলে থাকছেন। সিয়ার্স গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দলের রিজার্ভ হিসেবে ছিলেন। চোটের কারণে গত এপ্রিলের পর মাঠে ফিরেছেন ৯ জানুয়ারি, সুপার স্ম্যাশ টুর্নামেন্টে। এখনো ওয়ানডে অভিষেকই হয়নি এই পেসারের। এরপরও তাঁর ওপর ভরসা রেখেছে নিউজিল্যান্ড। ও'রুর্ক অবশ্য বেশ ছন্দে আছেন। বিশেষ করে টেস্টে। ১০ টেস্টে তাঁর উইকেট ৩৬টি, যেখানে তিনি ওয়ানডে খেলেছেন ৬টি (৮ উইকেট)।

নিউজিল্যান্ড স্কোয়াড: মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, লকি ফার্গুসন, ম্যাট হেনরি, টম ল্যাথাম, ড্যারিল মিচেল, উইল ও'রুর্ক, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, বেন সিয়ার্স, নাথান স্মিথ, কেন উইলিয়ামসন ও উইল ইয়াং।

এফএ কাপে লিভারপুল ও চেলসি চতুর্থ রাউন্ডে

আপনজন ডেস্ক: অ্যাক্রিংটন স্যান্টলির বিপক্ষে প্রত্যাশিত জয় পেয়েছে ইংলিশ জায়ান্ট লিভারপুল। ইংলিশ ফুটবলের চতুর্থ স্তরে খেলা এই ক্লাবকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে অলরেডরা। এফএ কাপের তৃতীয় রাউন্ডে বড় জয় তুলে নিয়েছে জায়ান্ট ক্লাব চেলসিও। আরেক লীগ টু'র দল মোরকাম্বকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে দ্য ব্লুজরা।

শনিবার ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে প্রতিপক্ষের গোল অভিমুখে ২২টি শট নেয় স্বাগতিকরা, যার মধ্যে লক্ষ্যে ছিল ৯টি। অন্যদিকে স্ট্যানলি ৮ শটের মধ্যে কেবল ১টি রাখতে পারে লক্ষ্যে। ম্যাচের শুরু থেকে আধিপত্য বিস্তার করে খেলতে থাকে লিভারপুল। ম্যাচের ২৮তম মিনিটে মাঠের ডান প্রান্ত থেকে ডারউইন নুনিয়েজের নিচু ক্রস থেকে ট্যাপ ইনে গোলের খাতা খোলেন দিয়েগো জটা। বিরতির ঠিক আগমুহূর্তে বক্সের বাইরে থেকে দূরপাল্লার শটে লক্ষ্যভেদ করেন আলেক্সান্ডার আর্নল্ড। ২-০ গোলে বিরতিতে যায় দু'দল। মাঠে ফিরে কিছুটা আক্রমণাত্মক ফুটবল দেখা যায় স্যান্টলি ফুটবলারদের থেকে। ম্যাচের ৫৭তম মিনিটে ডিফেন্ডার জশ উডসের জোরালো শট কাঁপিয়ে দেয় অলরেডদের ক্রসবার। তবে সুবিধা করে উঠতে পারেনি সফরকারীরা। ম্যাচের ৭৬তম মিনিটে ফেডেরিকো কিয়েসার শট ঠেকিয়ে দেন গোলকিপার বিলি ক্রেলিন। ফিরতি বল পেয়ে গোল করেন বদলি হিসাবে নামা জেইডেন ড্যানস। ম্যাচের শেষ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দূরপাল্লার নিচু শটে শেষ গোলটি করেন কিয়েসা। অলরেডদের হয়ে এটিই এই ইতালিয়ান ফরোয়ার্ডের প্রথম গোল। ৪-০ ব্যবধানে জয় তুলে নেয় আর্নে স্লটের শিষ্যরা। স্ট্যানলি গোলকিপারের অসাধারণ কিছু সেভের কারণে স্কোরলাইন বেশি বড় হয়নি। এদিন ছয়টি সেভ করেন ক্রেলিন।

দিনের অপর ম্যাচে ঘরের মাঠ স্টামফোর্ড ব্রিজে ২৮টি শট নেয় চেলসি। যার মধ্যে লক্ষ্যে ছিল ৮টি। প্রতিপক্ষ মোরকাম্ব ৭টি শটের ৪টি লক্ষ্যে রাখলেও তা ভেদ করতে পারেনি। এদিন দুটি করে গোল করেন ডিফেন্ডার টসিন আদারাবিয়ো ও ফরোয়ার্ড জোয়াও ফেলিক্স। একটি গোল করেন ক্রিস্টোফার এনকুকু। ৫-০ গোলের জয়ে চতুর্থ রাউন্ড নিশ্চিত করে চেলসি।

ছক্কা খেলেন ছেলে, ক্যাচ ধরলেন বাবা!

আপনজন ডেস্ক: বেশ অদ্ভুতই বলতে হবে। ছেলে লিয়াম হাসকেটের অভিষেক ম্যাচ। খেলা দেখতে বেশ আগ্রহ নিয়েই দর্শক হিসেবে গ্যালারিতে হাজির বাবা। কিন্তু হাসকেট বল হাতে নিতেই অপ্রত্যাশিত ঘটনা! এই বাঁহাতির পেসারের বলে বিশাল এক ছয় হাঁকালেন ব্যাটসম্যান। হাজার হাজার দর্শকের মধ্যে সেটা গিয়ে পড়ল কি না ঠিক তাঁর বাবার হাতেই! হাসকেটের বোলিংয়ের ছক্কায় তাঁর বাবার হাতে ক্যাচের এই অদ্ভুতুড়ে ও কাকতালীয় ঘটনাটি ঘটেছে বিগ ব্যাশে। গতকাল অ্যাডিলেড ওভালের অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স-ব্রিসবেন হিটের ম্যাচে। ঘটনাটি ঘটে ব্রিসবেন হিটের ইনিংসের চতুর্থ ওভারে। পুল করে সোজা পাঠিয়ে দিলেন মিডউইকেট স্ট্যান্ডে। দর্শকের ভিড়ের মধ্যে বল গেল হাসকেটের বাবার কাছে। একদম সরাসরি তাঁর হাতে গিয়ে পড়েনি, মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছিল বলে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে একটু কষ্ট করেই ক্যাচ নিয়েছেন তিনি।

যুব দিবসে মাজিদিয়া একাডেমীতে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● সিঙ্গুর

আপনজন: রবিবার হুগলী জেলার সিঙ্গুরের মাজিদিয়া একাডেমী ও মাজিদিয়া অ্যাকাডেমি অফ ফার্মেসি উদ্যোগে একদিন ব্যাপি বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল কলেজ প্রাঙ্গণে। জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা ও কলেজের পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কলেজের সভাপতি সৈয়দ শাহ এবরারুল ইসলাম, কলেজের পতাকা উত্তোলন করেন সৈয়দ সহ তৌকিরুল ইসলাম। যুব দিবস তাই স্বামী বিবেকানন্দের ছবিতে মাল্যদান করেন কলেজের ম্যানেজমেন্টের সদস্য সহ সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীরা। প্রায় দশটি ইভেন্টে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিলো চারশতধিক। প্রত্যেক ইভেন্টে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীকে পুরস্কৃত করা হয়। সমস্ত খেলা পরিচালনা কলেজের টিচার ইনচার্জ সৈয়দ শাহ তারিফুল ইসলাম, শিক্ষক নিতাই চন্দ্র মন্ডল ও পলাশ কুমার দাস সহ কলেজের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা।

বাসন্তীর মসজিদবাটীতে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

মাফরুজা মোল্লা ● বাসন্তী

আপনজন: মসজিদবাটী সায়েন্সসিটি অফ রুরাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি উদ্যোগে নতুন বর্ষের এক নক আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ৮ ক্রিকেট দল অংশ নেয়।

খেলার সূচনা করেন মসজিদ বাটি সায়েন্স অফ রুরাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সম্পাদক কবীর বেগ, মসজিদ বাটি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গৌর সরদার, উপ প্রধান সুলতা মন্ডল। এই নক আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় মসজিদ বাটি হাইস্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে। ফাইনালে মুখোমুখি হয় পার্ক সার্কাস ডেড বডি সংঘ ও স্পোর্টিং ওঁ বারাসাত । টান টান উত্তেজনা মধ্যে দিয়ে খেলার ফলাফল ঘোষণা হয়। খেলার মাঠে দর্শক ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

খেলা শেষে উদ্যোক্তাদের তরফে জয়ী পার্ক সার্কাস ডেডবডি সংঘ এবং রানার্স ওঁ স্পোর্টিং বারাসাত দল কে সুভাষ পুরকায়স্থ ও জোস্না নস্কর স্মৃতি সুদৃশ্য ট্রফি নগদ ৪৫ ও ৩৫ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।

উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথি ডঃ সলাম সরদার, ডঃ বি ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রতাপ নস্কর, দীপঙ্কর মন্ডল,রাজু মহেশ, গোপাল দাস সহ প্রমুখ।

বাংলাদেশের হয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে গেইলের পাশে লিটন দাস

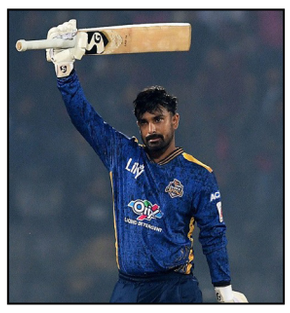

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশের হয়ে বিপিএলে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েছেন লিটন দাস। তবে সবমিলিয়ে দ্বিতীয় দ্রুততম। ৪৪ বলে সেঞ্চুরি করে পাশে বসেছেন ক্রিস গেইলের। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দল থেকে দুপুরে বাদ পড়ে রাতেই বিধ্বংসী এক সেঞ্চুরিতে জবাব দিলেন। জবাবটা যেন এভাবেই দিতে হয়! যেভাবে লিটন দাস আজ দিলেন। সেটাও যেন সময়ই নিলেন না উইকেটরক্ষক ব্যাটার। বিপিএলে প্রথম সেঞ্চুরি করেছেন লিটন। ২০১৭ বিপিএলে সমান ৪৪ বলে তিন অঙ্ক স্পর্শ করেছিলেন 'ইউনিভার্স বস'। সর্বোচ্চ ৫ সেঞ্চুরির মালিক গেইল সেঞ্চুরিটি করেছিলেন খুলনা টাইটানসের বিপক্ষে।

ক্যারিয়ার সেরা ১২৫ রানের অপরাজিত ইনিংস সাজিয়েছেন ১০ চার ও ৯ ছক্কায়। ইনিংসটা অবশ্য ১ রানেই থামতে পারত লিটনের। বাঁহাতি স্পিনার সানজামুল ইসলামের বলে ক্যাচ মিস করেন উইকেটরক্ষক আকবর আলী। আরেকবার সেঞ্চুরির পর ১০৪ রানে থামতে পারত। দিনটা যেহেতু তার তাই সে সময়ও জীবন পেয়ে ১২৫ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। তবে ব্যাট হাসলেও লিটনের মুখে হাসি দেখা যায়নি। ব্যাট দিয়ে সব কিছুকে উড়িয়ে দিলেও যেন মনের আকাশের কালো মেঘটাকে সরাতে পারেনি তিনি।

ইসলামিক আদর্শে আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষার সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
মদিনা মিশন
মদিনা নগর চৌহাটি মুসলিমপাড়া রোড, পোঃ- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর
কোলকাতা- ৭০০১৪৯
Mob.: 9830401057
Govt. Regd No.- 1033/00241
Email: madinamission949@gmail.com
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি
সীমিত সংখ্যক আসনে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে স্পট টেস্টের মাধ্যমে ভর্তি চলছে।
ঃঃঃ আমাদের পরিষেবা ঃঃ
● তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের এবং পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুসারে পড়ানো হয়।
হোস্টেলের সুব্যবস্থা আছে। আবাসিক ছাত্রদের দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা মণিটরিং করানো হয়।
● আরবি বিভাগ-
আবাসিক ছাত্রদের ১০-১২ বছরের ছাত্রদের হাফেজী এবং মাওলানা কাফিয়া পর্যন্ত শিক্ষার পাশাপাশি জেনারেল শিক্ষা প্রদান করা হয়।
● গরিব এতিম ছাত্রদের বিনামূল্যে রাখা হয়। এতিম শিশুদের আধুনিক ও দ্বিনি শিক্ষার অতুলনীয় আশ্রয়কেন্দ্র। যার নাম মদিনা মিশন।
সভাপতি- মুফতি লিয়াকাত সাহেব
সহ-সভাপতি- ইনতাজ আলি শাহ (প্রাক্তন বিচারপতি)
হাজি ইউসুফ মোল্লা, মাস্টার আবুল্লাহ সর্দার, মাস্টার আব্দুল বাসার
সম্পাদক- ইমাম হোসেন সেখ
সহ-সম্পাদক- আব্দুর রহমান, সৈয়দ রহমাতুল্লাহ
প্রধান শিক্ষিকা- সাবিনা সেখ
পথ নির্দেশ- শিয়ালদহ ক্যানিং, লক্ষীকান্তপুর, ডায়মণ্ডহারবার ট্রেনে করিয়া মল্লিকপুর স্টেশন হইতে টোটো কিংবা রিক্সা করে মদিনা মিশন দঃ চৌহাটি হাঁটাপথ ২০মিনিট।

ADMISSION OPEN 2025
নাবাবীয়া মিশন
(শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা)
ভর্তি চলিতেছে
প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক
একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে ভর্তির ফর্ম দেওয়া চলছে
WBCS ও মেডিকেল কোচিং এর জন্য যোগাযোগ করুন
বালক ও বালিকা আলাদা ক্যাম্পাস
ফর্ম প্রাপ্তিস্থানঃ নাবাবীয়া মিশন
www.nababiamission.org
Cont : 9732381000
9732086786

সমবায় সমিতির ক্রীড়া অনুষ্ঠান সাগরদিঘিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সাগরদিঘি

আপনজন: রবিবার সাগরদিঘি এস.এন. হাই স্কুল ময়দানে সাগরদিঘী ব্লক সমবায় সমিতি এবং নবগ্রাম সমবায় সমিতির যৌথ উদ্যোগে ক্রিকেট ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। এদিন সাগরদিঘী এবং নবগ্রাম দুই দলের মধ্যে ক্রিকেট খেলা হয়। দুই দলের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর জয় লাভ করেন সাগরদিঘী ব্লক সমবায় সমিতি। উপস্থিত ছিলেন সাগরদিঘীর বিধায়ক বাইরণ বিশ্বাস,

সাগরদিঘী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মসিউর রহমান, সাগরদিঘীর ব্লক সভাপতি নূরে মেহেবুব আলম, সন্দীপ হালদার, সমর হালদার প্রমুখ।

ছবি: রহমতুল্লাহ

সামশেরগঞ্জে ম্যারাথন দৌড়ে প্রথম হলেন বিহারের যুবক টিঙ্কু কুমার

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জের বাসুদেবপুর থেকে ডাকবাংলা পর্যন্ত ম্যারাথন দৌড়ে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার বিহারের যুবক টিঙ্কু কুমার আরিয়ানের। মাত্র ১৪ মিনিট ১২ সেকেন্ডে ৬ কিলোমিটার রাস্তা দৌড়ে চমক দিয়েছেন ওই যুবক। শনিবার সকালে আতাউর এন্টারপ্রাইজের উদ্যোগে জমজমাট আবহে অনুষ্ঠিত হয় ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা। অংশগ্রহণ করেন প্রায় ৩০০ জন প্রতিযোগিতা। ছিলেন তিনজন মহিলা প্রতিযোগীও। এদিনের ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন টিঙ্কু কুমার আরিয়ান। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে মেদিনীপুরের যুবক পঞ্চানন বেড়া এবং মালদার যুবক বলরাম মন্ডল। দৌড় প্রতিযোগিতা শেষে ডাকবাংলা বিডিও অফিস প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মানিত করা হয় আতাউর এন্টারপ্রাইজের পক্ষ থেকে। পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, ফারাক্কার বিধায়ক মনিরুল ইসলাম, সাগরদীঘির বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস, আতাউর এন্টারপ্রাইজের কর্ণধার আতাউর রহমান সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারীকে এন্ড্রয়েড মোবাইল উপহার দেওয়া হয়। পাশাপাশি দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে এলইডি টিভি ও তৃতীয় স্থান অধিকারীকে একটি বাই সাইকেল উপহার দেওয়া হয়। এদিন চতুর্থ থেকে দশম স্থান অধিকারী ও তিন মহিলা প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার প্রদান করা হয়। দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী ও সাধারণ মানুষের ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ করা যায়। আগামী ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসেই বাসুদেবপুর থেকে ধূলিয়ান পর্যন্ত ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার ঘোষণা দেন আতাউর এন্টারপ্রাইজের কর্ণধার তথা সামশেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ আতাউর রহমান।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**